Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring

Bangladesh Betar, Dhaka

e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 21, 1433 Bangla, September 05, 2026, Saturday, No. 242, 56th year

H I G H L I G H T S

President, in a message marking Janmashtami, has called upon people of all faiths & communities to contribute positively from their respective positions to build a peaceful, humane & non-communal Bangladesh. [Jago News:16]

Extending greetings to Hindus in Bangladesh & around the world on occasion of Janmashtami, Prime Minister has said Sri Krishna has set unique example of humanism in establishing justice, equality & peace in society through his life & deeds. [Jago News:16]

11-party alliance has begun a long march from Dhaka to Chattogram to press six-point demands. The alliance has warned, any attempt to obstruct the programme will trigger public backlash against government. [R. Today:21]

Home Minister has said no citizen will be viewed as a "minority" on basis of religion or any other distinction; rather every individual in country will enjoy equal rights and security as citizens. [R. Today:23]

Finance and Planning Minister said, since the BNP assumed office, there has been a qualitative improvement in communal harmony and interpersonal relations in society. [Jago News:10]

Commerce, Industries, Textiles and Jute Minister has said religious harmony is the strength of Bangladesh & people of this country will never allow anyone to create divisions among them. [Jago News:10]

Reaffirming govt's commitment to safeguard media freedom, State Minister for Information & Broadcasting has said government is not controlling media but is taking stringent measures against yellow journalism.[R. Today:24]

Bangladesh's Deputy High Commission in Kolkata has advised citizens travelling from Bangladesh to the Indian city to confirm their hotel bookings before departure for medical treatment or other purposes. [DW:07]

Malaysia's Immigration Department has introduced a new policy imposing stricter conditions on the issuance of Multiple Entry Visas for Bangladeshi tourists. [Jago News:15]

Ministry of Land has instructed introduction of necessary provisions in e-Mutation system to ensure that actual or current classification of land is recorded as official category in mutation records during mutation process.

[Jago News:08]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ভাদ্র ২১, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০৫, ২০২৬, শনিবার, নং-২৪২, ৫৬তম বছর

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ।[জাগো নিউজ:১৬]

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রী কৃষ্ণ তার জীবন ও কাজের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবপ্রেমের অনন্য আদর্শ তুলে ধরেছেন। [জাগো নিউজ:১৬]

তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার সংকট নিরসন, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নসহ ছয়দফা দাবিতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী লংমার্চ ১১-দলীয় ঐক্যের; বাধা দিলে সরকার জনরোষে পড়বে বলে সতর্ক করেছে জোটটি। [রেডিও টুডে:২১]

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ম বা অন্য কোনো বিভাজনের ভিত্তিতে ‘সংখ্যালঘু’ হিসেবে নয়, বরং এ দেশের প্রতিটি মানুষ নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। [রেডিও টুডে:২৩]

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। [জাগো নিউজ:১০]

বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী বলেছেন, ধর্মীয় সম্প্রীতিই বাংলাদেশের শক্তি। এ দেশের মানুষ বিভেদ সৃষ্টির কোনো সুযোগ কখনো দেবে না। [জাগো নিউজ:১০]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, সরকার মিডিয়া কন্ট্রোল করছে না, করবেও না। তবে হলুদ সাংবাদিকতা রোধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। [রেডিও টুডে:২৪]

চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে কোলকাতা ভ্রমণে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে আগেই হোটেল বুকিং নিশ্চিত করাসহ কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে কোলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন।[ডয়চে ভেলে:০৭]

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা ব্যবস্থায় বড় ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করে নীতিমালা জারি করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। [জাগো নিউজ:১৫]

ভূমি মন্ত্রণালয় নামজারি বা মিউটেশনের সময় জমির বাস্তব বা প্রকৃত শ্রেণীকে রেকর্ডীয় শ্রেণি হিসেবে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ই-মিউটেশন সিস্টেমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দিয়েছে। [জাগো নিউজ:০৮]

বিবিসি

চীন থেকে যুদ্ধবিমান কিনলে বাংলাদেশের সুবিধা-অসুবিধা কী?

চীন থেকে বাংলাদেশ প্রথম যে যুদ্ধবিমান কিনেছিল এর আনুষ্ঠানিক নাম এফ-৬। ১৯৭৭ সালে চীন থেকে এসব যুদ্ধবিমান কিনেছিলো বাংলাদেশ। ঢাকার বিজয়স্মরণী থেকে জিয়া উদ্যানের দিকে গেলে রাস্তার মোড়ে মাঝারি আকারের যে যুদ্ধবিমান চোখে পড়বে, সেটি এ ধরনের বিমান। বিমানটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর একে উন্মুক্ত প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। আনুষ্ঠানিক নাম এফ-৬ হলেও চীনে বিমানটি পরিচিত জে-সিক্স নামে। বাংলাদেশ এখন চীন থেকে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন যে-সব যুদ্ধবিমান কিনতে যাচ্ছে, সেটার নাম অবশ্য জে-টেন সি ই। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে আলোচিত এই যুদ্ধবিমানটি দিয়েই পাকিস্তান তার প্রতিপক্ষ ভারতের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির রাফাল বিমান ভূপাতিত করার দাবি করে। রাফাল ফ্রান্সের তৈরি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান। রাফাল ভূপাতিত করার দাবি নিয়ে সেসময় আলোচনা তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতেও চীনের জে-টেন বিমান নিয়ে খবর-বিশ্লেষণ উঠে আসে। বাংলাদেশ এখন যে তার বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন যুদ্ধবিমান সংগ্রহের কথা বলছে, সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চীনের এই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান জে-টেন কেনার উপর। বলা হচ্ছে, ইতোমধ্যেই এই বিমান কেনার প্রক্রিয়া এগিয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিমানবাহিনী আধুনিকায়নের পরিকল্পনায় শুধু কি যুদ্ধবিমানই যথেষ্ট? আকাশ প্রতিরক্ষা, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধবিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবকাঠামো বিবেচনায় কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ? আর চীনের এই যুদ্ধবিমান বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতায় কতটা পরিবর্তন আনবে?

বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধবিমান কোন দেশের?

বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে চীন থেকে যুদ্ধবিমান কেনে এটা ঠিক। তবে দেশটির প্রথম যুদ্ধবিমানের বহর এসেছিল আরো কয়েক বছর আগে ১৯৭৩-৭৪ সালে। তখন বাংলাদেশকে বিনামূল্যে যুদ্ধবিমান উপহার হিসেবে দিয়েছিলো তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেটা ছিল তখনকার অত্যাধুনিক সুপারসনিক যুদ্ধবিমান মিগ-২১। "এগুলো ছিল একেবারে ফ্যাক্টরি ফ্রেশ। কারখানা থেকে বের হয়েই আমরা পেয়েছিলাম। মানে রাশান বিমানবাহিনীর বাইরে আমরাই প্রথম পেয়েছিলাম। এমনকি ভারতও আমাদের কয়েকবছর পর মিগ-২১ পেয়েছিল। তখনকার এই অত্যাধুনিক বিমান আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল অনেক," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, তিনি তখন বিমানবাহিনীর একজন তরুণ অফিসার ছিলেন। "শুধু যুদ্ধবিমান নয়, এর সঙ্গে যত ধরনের মিসাইল, বোমা, রকেট - সব আমাদের দিয়েছিল। তখন থেকেই বিমানবহর শুরু হলো বলা যায়। তখন তো আমাদের কিছুই ছিল না। যুদ্ধের পর এয়াফিল্ডগুলো মেরামত হচ্ছিলো। এমনকি ব্যাচের পর ব্যাচ প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়া পাঠানো হয়েছিলো," যোগ করেন ইশফাক ইলাহী চৌধুরী।

বাংলাদেশের বিমানবাহিনীতে এখন কী আছে?

বাংলাদেশ প্রথম যুদ্ধবিমান পায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, সেটা হচ্ছে মিগ-২১। এরপর বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান সংগ্রহের মূল উৎস পরিবর্তিত হয়ে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৭৭ সালে চীন থেকে এফ-৬, এরপর আশির দশকে আনা হয় এফ-৭। বাংলাদেশ এরপরও যুদ্ধবিমান কিনেছে। তবে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে একটা বড়ো পরিবর্তন আসে ১৯৯৯ সালে। তখন রাশিয়া থেকে আটটি মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান কেনে বাংলাদেশ। সেগুলো ছিল সেসময়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা আকাশ প্রতিরক্ষা ফাইটার জেট। তবে ২০২৬ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের বিমানবাহিনীর বহর বেশ পুরোনো হয়ে পড়েছে। একটা অংশ এখন অচল, আরেকটা অংশ পুরোনো হয়ে অচল হওয়ার পথে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের বিমানবহরে এখন আসলে কী আছে? সরকারিভাবে অবশ্য এর কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না। তবে সামরিক তথ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ওয়ারপাওয়ার বাংলাদেশ' এর হিসেবে এর একটা চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিমান বাহিনী বহরে এখন বিমান আছে ২১২টি। এর মধ্যে যুদ্ধ বিমান রয়েছে ৪৪টি। এই ৪৪টি যুদ্ধবিমানের মধ্যে রাশিয়ার মিগ-২৯ আছে আটটি। আর চীনের নির্মিত এফ-৭ যুদ্ধবিমান ৩৬টি। এই মডেলগুলো কিছুটা পুরোনো। এছাড়াও আছে ১৪টি ইয়াক-১৩০ বিমান যেগুলো প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হলেও হালকা আক্রমণ চালানোর উপযোগী। রাশিয়া থেকে বিমানগুলো কেনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। চীনের এফটি সেভেন প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান, যুক্তরাষ্ট্রের লকহিডের দুটি সিরিজের কৌশলগত পরিবহণ বিমানও আছে বাহিনীতে। বিমানবাহিনীর বহরে ৭৩টি হেলিকপ্টার রয়েছে বলেও ওয়ারপাওয়ার বাংলাদেশে তথ্য দেওয়া আছে। এর মধ্যে রাশিয়ার এমআই সিরিজের ৩৬টি হেলিকপ্টার আছে। আর যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত সেসনা, বেলের বিভিন্ন মডেলের হেলিকপ্টার আছে ২৪টি। এর পাশাপাশি ফ্রান্স, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া (চেক রিপাবলিক) থেকে কেনা কিছু প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টারও ব্যবহার করে বাংলাদেশ।

এছাড়া, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কাছে ৪৪টি ড্রোন রয়েছে বলে জানাচ্ছে ওয়েবসাইটটি। এর মধ্যে ৩৬টিই স্লোভেনিয়ায় নির্মিত ব্রামর সি ফোর আই। তুরস্কের তৈরি বায়রাক্তার টিবি টু আছে ছয়টি। গত বছরই এগুলো যুক্ত হয়। "বাংলাদেশের মিগ-২৯ একটু আধুনিক। কিন্তু সেটাও এখনকার যুগে পুরোনো। এর বাইরে আমাদের বাকি যা আছে, সবগুলো আরো পুরোনো থ্রি-জি প্রযুক্তির। অথচ এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ-জি এমনকি ফাইভ-জি প্রযুক্তির স্টেলথ বিমানও ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের বিমানবহর আধুনিকায়ন করার বিকল্প ছিল না। এখন

চীন থেকে যে বিমানগুলো আনা হচ্ছে, সেগুলো আধুনিক ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি প্রযুক্তির। সুতরাং এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত," বিবিসি বাংলাকে বলেন বিমান বাহিনীর সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল এম আবুল বাশার।

শুধু যুদ্ধ বিমান কেনাই কি যথেষ্ট?

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে চীনের ২০টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান কিনছে বাংলাদেশ। এগুলোকে বলা হচ্ছে মাল্টিরোল ফাইটার জেট। অর্থাৎ বিমানগুলো আকাশ প্রতিরক্ষায় একইসঙ্গে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী। যেমন- এয়ার টু এয়ার সাপোর্ট অর্থাৎ এটি আকাশসীমায় শত্রুবিমানকে প্রতিরোধ করতে ব্যবহার করা যায়। এয়ার টু গ্রাউন্ড অর্থাৎ শত্রু দেশের মাটিতে কোনো টার্গেট থাকলে সেখানে বোমবর্ষণে দক্ষ। ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট অর্থাৎ সেনাবাহিনী কোথাও যুদ্ধরত আছে, এই বিমান গিয়ে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারে।

মেরিটাইম এয়ার সাপোর্ট অর্থাৎ সমুদ্রে নৌবাহিনীকে সাপোর্ট দেওয়া। "এই একটা বিমান, যেটা আমরা কিনতে যাচ্ছি, এটা একাই সব ধরনের কাজ করতে পারে," বলেন বিমান বাহিনীর সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল এম আবুল বাশার। তিনি এটাও বলেন যে, আধুনিক যুদ্ধপরিস্থিতিতে শুধু যুদ্ধবিমানই যথেষ্ট নয়। রাডার, জ্যামিং প্রযুক্তি, মিসাইলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া বিমান-নৌ-সেনা অস্ত্র সরঞ্জামের মধ্যে এক ধরনের 'রিয়েল টাইম' সমন্বয়ের উপরও যুদ্ধের সফলতা নির্ভর করছে। সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল এম আবুল বাশার অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলছেন, বাংলাদেশ শুধু যুদ্ধ বিমান কিনছে না, বরং এর সঙ্গে 'ফুল প্যাকেজ' আনা হচ্ছে। "এটা আসলে একটা ফুল প্যাকেজ। শুধু এয়ারক্রাফট কিনলে তো হবে না। এখানে স্পেয়ার পার্টস থাকে, মেইনটেন্যান্স থাকে, এসবের জন্য দশ বছরের একটা কন্ট্রাক্ট থাকে। প্লাস এরসঙ্গে বাড়তি ইক্যুইপমেন্ট নেওয়া হয় সামনে কী সিনারিও হতে পারে, কী কী লাগতে পারে সেটা হিসেব করে।" "এই এয়ারক্রাফটে জ্যামার তো ইনবিল্ড থাকবে, রাডার থাকবে। এর সঙ্গে সার্ভেইল্যান্স ক্যাপাসিটি চাইলে সেটা নেওয়া যায়। এগুলোর জন্য আলাদা ইক্যুইপমেন্ট প্যাকেজে থাকে। আরো থাকে মিসাইল অর্থাৎ লং রেঞ্জ মিসাইল যেটা হচ্ছে বিয়ন্ড ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু টার্গেট করে হামলা করা যায়। পাকিস্তান এটা ভারতের সঙ্গে ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছে। সেই একই এয়ারক্রাফটই তো আমরা কিনছি," তিনি বলেন। এছাড়া বাংলাদেশে এখন আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য 'গ্রাউন্ড বেইজড রাডার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা' সম্প্রতি চালু হয়েছে বলে বিবিসিকে জানান মি. বাশার। এটা শত্রু বিমান আক্রমণের আগাম সতর্কতা দেবে এবং টার্গেট নির্ধারণ করে প্রতিরোধ গড়তে সাহায্য করবে। "আমরা এখন এয়ারক্রাফটের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা নিয়ে আসবো এবং এটা সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করবো। এছাড়া আমাদের কাছে ড্রোন আছে। আমরা অলরেডি চীনের সঙ্গে চুক্তি করেছি। আমাদের কেনা এয়ারক্রাফটগুলো রাডার ব্যবস্থা থেকে যে ছবি পাবে, সেটার ভিত্তিতে এই ড্রোনগুলোকে গাইড করে নির্দিষ্ট দিকে পাঠাতে পারবে।"

অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান পরিচালনার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো আছে?

সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধবিমান থাকলেই হয় না। এগুলো পরিচালনার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো লাগে। তাছাড়া বিমানগুলোকে কোথায়, কীভাবে রাখা হবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিমান ওড়ার আগে অর্থাৎ মাটিতে থাকার সময়ই যদি শত্রুপক্ষের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেই বিমান কোনো কাজে লাগবে না। ফলে বিমানগুলোকে লুকিয়ে রাখা এবং এর জন্য শক্ত অবকাঠামো দরকার হয়। একইসঙ্গে দরকার হয় একাধিক রানওয়ে। কারণ রানওয়ে ধ্বংস হলে বিমান তখন আর উড্ডয়নেরই সুযোগ পাবে না। একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঠিক একই পরিস্থিতিতে পড়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। সেই সময় ডিসেম্বরের শুরুতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমা হামলায় তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়েতে বড়ো বড়ো গর্ত বা ফাটল তৈরি হয়। যার ফলে পাকিস্তানি বিমানগুলোর পক্ষে উড্ডয়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রানওয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে পাকিস্তানের ১৪ নং স্কোয়াড্রনের অত্যাধুনিক স্যাবর ফাইটার জেটগুলো মাটির ওপর একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিমানগুলো ভারতীয় বিমানের সহজ টার্গেটে পরিণত হয় এবং মাটিতে থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস হয়। কিন্তু বাংলাদেশের এক্ষেত্রে বিমান পরিচালনা বা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো কী আছে? এমন প্রশ্নে বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী অবকাঠামো দুর্বলতা আছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানান। "আমাদের বিমানবাহিনীর সবচেয়ে বড়ো একটা সমস্যা হচ্ছে যে, এর নিজস্ব কোনো এয়ারফিল্ড নেই। আমাদের প্রত্যেকটি এয়ারফিল্ড যেগুলো আমরা এখনো ব্যবহার করছি যেমন-ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর- এগুলো বেসামরিক যানবাহনের সঙ্গে মিলে ব্যবহার করছি। যশোরে বেসামরিক ব্যবহার কম। কিন্তু সেটা আবার ভারতীয় সীমান্তের খুব কাছে। আর ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তো সামরিক-বেসামরিক বিমান, হেলিকপ্টার সবই চলাচল করে।"

এছাড়া যুদ্ধ বিমান লুকিয়ে রাখার জন্য কংক্রিটের শক্ত অবকাঠামোও সেভাবে নেই বলে জানান তিনি। "এগুলো খুব ব্যয়বহুল। বোমার বিরুদ্ধে টিকে থাকার উপযোগী করে বানাতে হয়। সুতরাং খরচ অনেক বেশি। কিন্তু এগুলো আমাদের বানাতে হবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া আলাদা অন্তত একটা বিমানঘাঁটি দরকার, যেটা সামরিক ডিজাইন মেনে সামরিক ব্যবহারের জন্য থাকবে। সেখানে মাল্টিপল রানওয়ে থাকবে যেন একটা রানওয়ের ওপর নির্ভরশীল না হয়," বলেন ইশফাক ইলাহী চৌধুরী। বাংলাদেশের বর্তমানে যুদ্ধবিমানের জন্য ব্যবহার উপযোগী এয়ারফিল্ড আছে ১৩টি। "এরমধ্যে সবগুলোকে আমরা হয়ত সবসময় অপারেশনাল রাখতো পারবো না। কারণ সেই সক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের এখন চারটা এয়ারবেইজ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, কক্সবাজার- এই চারটা থেকে সহজেই অপারেট করতে পারি। আরো ২/৩টি এয়ারফিল্ড আছে, যেগুলো আমার জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার

করতে পারি। এই রানওয়েগুলোকে অ্যাকটিভ রাখতে হবে।" বলেন সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল এম আবুল বাশার। একইসঙ্গে তিনি জোর দেন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর। তিনি বলেন, "আমাদের হার্ড এয়ারক্রাফট শেল্টার থাকতে হবে। বিপদের সময় যেন লুকিয়ে রাখা যায় কিংবা কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টে রাখা যায়। এছাড়া ঘাঁটিগুলোতে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম থাকতে হবে, যেন শত্রু বিমান আসার খবর পেলেই বিমানগুলো আকাশে উঠে যেতে পারে। এটাতে আমাদের হয়ত শতভাগ সক্ষমতা নেই। কিন্তু অন্তত ৫০ থেকে ৬০ ভাগ সক্ষমতা আছে আমাদের।"

চীনা নির্ভরতার কারণ কী?

বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সামরিক সক্ষমতা তৈরি করতে চায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এর জন্য দেশটি মূলত চীনা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। নৌবাহিনীর সাবমেরিন থেকে শুরু করে রণতরী কিংবা সেনাবাহিনীর ট্যাংক, সাঁজোয়া যান থেকে শুরু করে আকাশ প্রতিরক্ষা- সবকিছুর বড়ো অংশটাই আসে চীন থেকে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে সাবমেরিন রয়েছে দুটি। দুটিই চীনের তৈরি এবং ২০১৭ সালে এগুলো নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। এছাড়া গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে সব মিলিয়ে নৌযান রয়েছে ১১৭টি। এর মধ্যে সাতটি ফ্রিগেট বা রণতরী আছে বাংলাদেশের। সাথে আরো আছে ছয়টি কর্ভেট যুদ্ধজাহাজ। কর্ভেট জাহাজগুলোর মধ্যে চারটি চীনের, দুটি যুক্তরাজ্যের। ফ্রিগেটগুলোর চারটির নির্মাতা চীন, দুইটির যুক্তরাষ্ট্র আর একটি দক্ষিণ কোরিয়ার। কিন্তু চীন কীভাবে বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জামের প্রধান উৎস হয়ে উঠলো? এর কয়েকটি কারণ আছে- প্রথমটি হচ্ছে, কম টাকায় আধুনিক অস্ত্র। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান সম্প্রতি এক প্রেস ব্রিফংয়ে বলেছেন, চীনের যুদ্ধবিমানগুলোর সমমানের যে-সব বিমান ইউরোপ বা আমেরিকায় আছে, সেগুলোর তুলনায় চীনের যুদ্ধবিমানগুলো "অর্ধেকেরও কম বা ওয়ান থার্ড খরচে পাওয়া সম্ভব"। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত-মিয়ানমারের থেকে ভিন্ন ধরনের বিমান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা। যেটা বাংলাদেশকে কৌশলগত সুবিধা দেবে। ভারত ও মিয়ানমার দুটি দেশই রাশিয়ার তৈরি বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ভিন্ন ধরনের বিমান ব্যবহার করলে সেটা দুই দেশের কাছেই 'অচেনা' থাকবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, চীন-বাংলাদেশ দুই দেশের ধারাবাহিক উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। আর চতুর্থটি হচ্ছে, চীনা অস্ত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো শর্তের বেড়াজাল নেই। "ইউরোপ বা আমেরিকা কিন্তু শর্ত দেয়- কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন, কখন ব্যবহার করছেন। যেমন পাকিস্তান এফ-১৬ যুদ্ধবিমান কিনেছে। তারা কিন্তু এটা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না। যেখানে এফ-১৬ আছে, এরকম প্রত্যেক ঘাঁটিতেই আমেরিকার লোক আছে। তারা সর্বক্ষণ মনিটর করে। কিন্তু চীন এরকম কোনো শর্ত দেয় না," বলেন ইশফাক ইলাহী চৌধুরী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

'মুসলিম বলে থানায় নিয়ে মার'- দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দুইজন নারী সাংবাদিকের

দিল্লির পুলিশ দুইজন নারী সাংবাদিককে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা দুইজনই মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে অত্যাচার করেছে পুলিশ- এমনই অভিযোগ করেছেন ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম '৪পিএম' -এ কর্মরত দুই নারী সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অভিযোগকারী দুইজন সাংবাদিকদের একজনের রেকর্ড করা ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে। সাংবাদিক সাহিন খান ও নাফিজা খান অভিযোগ করেন যে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে প্রশ্ন করায় তাদের ধর্ম চিহ্নিত করে দিল্লির সাকেত পুলিশ স্টেশনে তাদের হেনস্তা করা হয়। তারা সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও করে পুলিশের কথিত অত্যাচারের প্রমাণ স্বরূপ তাদের শরীরে লাঠির দাগ দেখান। এরপরেই সাকেত পুলিশ স্টেশনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, গোটা ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করছে পুলিশ। প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়াও এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। নারী সাংবাদিকদের আনা অভিযোগের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। দিল্লি পুলিশের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বিবিসি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাদের জবাব পাওয়া যায়নি।

কী অভিযোগ?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপস্থিতিতে সাকেতে একটি হাসপাতালের নতুন ভবন উদ্বোধনের সময়ে ঘটনার সূত্রপাত। সেখানেই এই দুই সাংবাদিককে পুলিশ হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। তারপর তাদের জোড় করে সাকেত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিক শাহীন খানের করা একটি ভিডিও থেকে জানা যায়, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পুলিশ তাকে ও তার সহকর্মীকে হেনস্তা করেছে। দিল্লি পুলিশের কাছে দায়ের করা এক অভিযোগে শাহীন খান জানিয়েছেন যে, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি দেখেন এলাকাটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে রেখা গুপ্তা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ম্যাক্স হাসপাতালের একটি নতুন ভবনের উদ্বোধনে আসছেন, আর সে কারণেই এই পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়েছিল। মিস শাহীন জানান যে, তিনি ও তার সহকর্মী নাফিসা খান অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিলেন। তারা মুখ্যমন্ত্রীর একটি কাট-আউটের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ভিডিও করেন যেখানে তিনি বলেন যে, এলাকাটি সাধারণত এতটা পরিষ্কার থাকে না। এমনকি থানা ও হাসপাতালের বাইরেও যেখানে প্রায়শই আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেখানে কেন ভিআইপির আগমন উপলক্ষ্যে এমন পরিপাটি ও ঝকঝকে পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে? অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, "ঠিক তখনই কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা পেছন থেকে এগিয়ে আসেন এবং হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আমি যখন ক্যামেরার সামনে এর প্রতিবাদ জানাই,

তখন কয়েকজন নারী পুলিশ সদস্যকে সেখানে ডাকা হয়।" এই ভিডিওতে শাহীন খান দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, "আমাকে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করার পর তারা এখন আমার নাম জানতে চাইছে।" তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার শাস্তি হিসেবেই দিল্লি পুলিশ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে।" প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া তাদের দেওয়া বিবৃতিতে দাবি করেছে, থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ওই দুই নারী সাংবাদিককে একটি ঘরে নিয়ে যেতে বলেন, যেখানে নারী পুলিশ অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন। তারপর ওই দু-জন নারী সাংবাদিককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ওই সাংবাদিকরা এও অভিযোগ করেছেন যে, তাদের ধর্ম জেনে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তিও করা হয়েছে। নাফিসা খান সংবাদমাধ্যমকে জানান, "যাদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা তারাই অত্যাচার করছে এবং ধর্ম জিজ্ঞাসা করে অত্যাচারের পরিমাণ বাড়ছে। আমি মুসলিম, এটা জানার পর ওরা আমাদের আরও বেশি মারধর করতে শুরু করে। আমাদের যখন পুলিশ মারছিল, এসএইচও (স্টেশন হাউস অফিসার) বসে বসে তখন হাসছিল।" তিনি এও জানান যে, তাদের বলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এমন আইনি ধারা দেওয়া হবে, যা তাদের কল্পনাতীত। এমনকি সহকারী পুলিশ কমিশনারের কাছে সাহায্য চেয়েও তারা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন শাহীন খান। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, থানায় চিকিৎসা সহায়তা চেয়েও তা পাননি। ১১২ নম্বরে ফোন করার পর তিনি সহায়তা পান। তবে এ ব্যাপারে বিবিসি এখনো স্বাধীনভাবে কোনো তথ্য যাচাই করতে পারেনি।

তদন্তের দাবি প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার

দুইজন নারী সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান উইমেনস প্রেস কোর, দিল্লি ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস, প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং কেরালা ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছে। প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া দিল্লি পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমারকে ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য আবেদন জানিয়েছে। যে-সব পুলিশ কর্মকর্তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থার আবেদনও জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি তারা প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে গোটা ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে স্বাধীনভাবে তদন্তের আর্জিও জানিয়েছে। 'ফোর পিএম নিউজ নেটওয়ার্ক' তাদের এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে যে, অভিযোগকারীদের পাশে তারা আছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিষয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছেও একটি চিঠি লেখা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর রাতে, এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করার দাবিতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক সাকেত থানার বাইরে জড়ো হন। অনেক সাংবাদিকও এই ঘটনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ইংরেজি সংবাদপত্র 'দ্য হিন্দুর' কূটনীতি বিষয়ক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দার লিখেছেন, "এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আশা করি, দিল্লি পুলিশ শিগগিরই বিষয়টির দিকে নজর দেবে।"

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমালোচনারও জন্ম দিয়েছে এই ঘটনা। আম আদমি পার্টির (আপ) নেতারা সাংবাদিকদের ওপর কথিত বলপ্রয়োগের নিন্দা জানিয়েছেন। নারী সুরক্ষা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আম আদমি পার্টি তাদের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিজস্ব 'ফোর-ইঞ্জিন সরকার'-এর মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নারী ক্ষমতায়নের প্রতি নিজের অঙ্গীকারের কথা জোর গলায় প্রচার করেন, তিনি আসলে কী করছেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনে থাকা পুলিশ এক নারী সাংবাদিককে নির্মমভাবে মারধর করেছে, কারণ তিনি কেবল মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে প্রশ্ন করছিলেন। এই পরিস্থিতিতে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন উঠে আসে- মোদী সরকারের আমলে কি এভাবেই সবসময় নারীদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখা হবে?" সাকেত থানার সামনে গিয়ে ধর্নায় বসে সিপিআই-এমএল-এর ছাত্র সংগঠন আইসা এবং এর সদস্যরা স্লোগান দিতে থাকেন। আইসা নেত্রী নেহা বোরা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা কি অপরাধ? যে কারণে নাফিসা ও শাহীনকে পুলিশ থানায় নিয়ে এলো, তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন এদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে মারধর করা হলো, সংবিধান কি সেই অধিকার দেয়? সংবিধান সমানাধিকারের কথা বলে। এই ঘটনা আমাদের দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, তেমনই পুলিশের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। যদি তারা রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হয়ে ওঠে তবে তাদের সমাজে কী প্রয়োজন?" তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন, "সত্য তুলে ধরার কারণে দুই মুসলিম সাংবাদিকের ওপর এটি একটি সাম্প্রদায়িক হামলা ছাড়া আর কিছুই নয়।" অভিযোগকারী সাংবাদিকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এবং 'মেডিকো-লিগাল কেস' (এমএলসি) রিপোর্টের মাধ্যমে তাদের আঘাতের বিষয়টি নথিবদ্ধ করার জন্য এইমস-এ গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

জনগণের ওপর কোনো নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় না সরকার : প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান

মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ফল দেখা দিলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সেবা কার্যক্রমের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব। যানবাহন এবং জ্বালানি বিতরণ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি ও বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৪.০৯.২০২৬ নারগীস)

ইরানের সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট শত্রুর ৩৭০টি আকাশযান ভূপাতিত করেছে

ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী 'শত্রুর ৩৭০টি আকাশযানকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়েছে।' ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমন্বয় বিষয়ক উপ-প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদেকিয়ান একথা বলেন। ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনার বরাতে তিনি বলেন, ১২ দিনের যুদ্ধের মূল্যবান অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, নিজেদের শক্তির দিকগুলো চিহ্নিত এবং দুর্বলতাগুলো দূর করে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ৯ মার্চ শুরু হওয়া যুদ্ধের জন্য এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল যে '৩৭০টিরও বেশি শত্রু আকাশযানকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়'। তিনি বলেন, শত্রুর বিমান ও ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে, যা তাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। কারণ তারা মনে করেছিল, ব্যাপক হামলা চালিয়ে যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইরানের সব বিমান প্রতিরক্ষা রাডার ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাদেকিয়ান আরও জানান, গত দুই দিনেও শত্রুর একটি কৌশলগত ড্রোন পারস্য উপসাগরের জলসীমায় ভূপাতিত করা হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মার্কিন ও ইসরায়েলি নেতাদের টুইট, বক্তব্য ও ভাষণে যা-ই দাবি করা হোক না কেন, 'ইরানের সশস্ত্র বাহিনী দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে অবস্থান করছে'।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৪.০৯.২০২৬ নারগীস)

'আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরানই একমাত্র প্রতিরোধশক্তি, জুলুমের কাছে মাথানত করব না'

ইরানের প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানই একমাত্র দেশ, যেটি শক্তিশালী আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং জুলুম-অত্যাচারের কাছে কখনও মাথানত করবে না। পার্সটুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সরকারি টেলিভিশন ও রেডিও সংস্থা আইআরআইবির সূত্রে জানা গেছে, ইরানের প্রধান বিচারপতি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন গোলামহোসেইন মুহসেনি-এজেয়ি ভারতের ইসলামি পণ্ডিত ও বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে আমেরিকা ও ইসরাইলি শাসনগোষ্ঠীর ইরানবিরোধী অপরাধসমূহের কথা তুলে ধরেন। তিনি মিনাবের 'শাজারায়ে তায়্যিবা' স্কুলে হামলাকে একটি সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, ওই স্কুলের শিশুরা এমনভাবে শহীদ হয়েছে যে তাদের অনেকের মরদেহ শনাক্ত করাও সম্ভব হয়নি। পরিবারগুলো নিজেদের সন্তান চিহ্নিত করতে ডিএনএ পরীক্ষার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা ও ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠী কয়েক ডজন স্কুল, হাসপাতাল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং জাতীয় ও ধর্মীয় অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অসামরিক স্থাপনাগুলো মানবিক আইনের বিশেষ সুরক্ষা পায় এবং সেগুলোতে হামলা চালানো বৈশ্বিক আইনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৪.০৯.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

নেপালের আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে নিহতদের শনাক্ত করতে পুলিশ পাঠাবে জাপান

গত মাসে হিমালয় অঞ্চলের দেশ নেপালের চীন সীমান্তবর্তী এলাকায় সংঘটিত ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে নিহত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য পাঁচজন জাপানি পুলিশ কর্মকর্তাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নেপাল সরকারের অনুরোধের ভিত্তিতে এই কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। পাঁচজন জাপানি নাগরিকসহ ৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। জাতীয় পুলিশ সংস্থা জানায় যে, তাদের দুজন এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তিনজন কর্মকর্তা নিয়ে পাঁচ সদস্যের দলটি গঠিত হবে। আপাতত, সদস্যরা মৃতদেহ শনাক্তকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেবেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

কলকাতা ভ্রমণে বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পর ভারতের কলকাতা ভ্রমণে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপহাইকমিশন।চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে কলকাতা ভ্রমণের ক্ষেত্রে আগেই হোটেল বুকিং নিশ্চিত করাসহ কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপহাইকমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, গত ১৯ আগস্ট কলকাতায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের পর স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় ভ্রমণকারী নাগরিকদের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে। নির্দেশনায় কলকাতায় যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট হোটেলের বুকিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি হোটেলটির বর্তমান কার্যক্রম, কক্ষের প্রাপ্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে যথাযথভাবে জেনে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাওয়া রোগীর সফরসঙ্গীদেরও (অ্যাটেনডেন্ট) যাওয়ার আগে হোটেল বুকিং নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছে উপহাইকমিশন। একইসঙ্গে হোটেলের কক্ষের প্রাপ্যতা, বুকিংয়ের বৈধতা, হোটেল থেকে হাসপাতালের দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আগেই নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, কলকাতায় সাম্প্রতিক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পর ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনাপ্রবণ আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। স্থানীয় নিরাপত্তাবিধি ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন মেনে এসব প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু হতে এক মাসের বেশি সময় লাগতে পারে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কলকাতায় গিয়ে আবাসন সংকটে পড়া এড়াতে অগ্রিম

হোটেল বুকিং নিশ্চিত না করে ভ্রমণ না করার জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে উপহাইকমিশন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রনি)

ক্রোয়েশিয়া সীমান্তে ২৩ বাংলাদেশিসহ ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ক্রোয়েশিয়া সংলগ্ন সীমান্তে ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে আটকে দিয়েছে বসনিয়া। গতকাল বৃহস্পতিবার বসনিয়ার সীমান্ত পুলিশ জানায়, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ৯৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া সংলগ্ন বসনিয়ার সীমান্ত অবৈধভাবে অতিক্রম করার চেষ্টা করলে তাদের আটকে দেয়া হয়। এক বিবৃতিতে সীমান্ত পুলিশ আরো জানায়, ওই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দুটি দল বুধবার বসনিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্ত্রিকা এলাকার কাছের সীমান্ত অবৈধভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই তাদের আটকে দেওয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, একটি দলে ছিলেন ৪০ জন পাকিস্তানি ও ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক।এছাড়া, একই এলাকায় আরো ৩৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর আরেকটি দলকেও আটকে দেয়া হয়। সেই দলে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের নাগরিকরা ছিলেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবাসনপ্রত্যাশীরা সাভা নদী পার হওয়ার জন্য যে দুটি নৌকা ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন, পুলিশ সেগুলো জব্দ করেছে। সন্দেহভাজন দুই পাচারকারীকে শনাক্ত করার কথাও জানিয়েছে পুলিশ। বসনিয়ার কাছের বলকান রুট নামে পরিচিত এলাকা দিয়ে বৈধ নথিপত্রহীন অভিবাসীরা প্রায়ই ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত সংস্থা ফ্রন্টেক্স-এর তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম সাত মাসে বলকান রুটে চার হাজার ৯০০-রও বেশি অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ফ্রন্টেক্সের পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা ২৬ শতাংশ কম।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

নোয়াখালী বিভাগ চাই দাবিতে শাহবাগে অবস্থান, যান চলাচলে বিঘ্ন

নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে প্রায় দেড় ঘণ্টার অবস্থান শেষে শাহবাগ মোড় ছেড়েছেন আন্দোলনকারীরা। এতে দেড় ঘণ্টা পর শাহবাগ মোড়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে অবস্থান ছেড়ে ফিরে যান তারা। অবস্থানকালে শাহবাগ মোড় দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কিছু যানবাহন ঘুরিয়ে বিকল্প সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। জানা গেছে, এদিন জুমার নামাজ শেষে বিকেল ৩টার দিকে চকবাজার চক মসজিদ থেকে শাহবাগের উদ্দেশে মিছিল নিয়ে রওনা হন আন্দোলনকারীরা। প্রায় ৪৫ মিনিট পর তারা শাহবাগে পৌঁছে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন। এ সময় বিভাগের দাবি সম্বলিত টি-শার্ট, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে নোয়াখালীকে দ্রুত বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিয়ে সড়কের মাঝ থেকে অবস্থান ছেড়ে আন্দোলনকারীরা চলে গেলে এই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

নামজারির সময় জমির প্রকৃত শ্রেণি রেকর্ড হালনাগাদের উদ্যোগ

নামজারি করার সময় জমির বাস্তব বা প্রকৃত শ্রেণিকে রেকর্ডিয় শ্রেণি হিসেবে নামজারি খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এজন্য ই-মিউটেশন সিস্টেমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও পারফরম্যান্স (ডিকেএমপি) অনুবিভাগ থেকে বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি বড় সমস্যা হচ্ছে রেকর্ডিয় শ্রেণি হালনাগাদ করা। সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে অথবা মানুষ নিজের প্রয়োজনে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে থাকেন। প্রাকৃতিকভাবে বা মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত শ্রেণিকে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ শ্রেণি রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত না করা হলে ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদনের সময় যথাযথভাবে ভূমির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। চিঠিতে আরও বলা হয়, বর্তমানে নিয়মিতভাবে শ্রেণি পরিবর্তনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় রেকর্ডিয় শ্রেণি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে বা ওয়ারিশ সূত্রে কোনো ব্যক্তি ভূমির মালিকানা অর্জন করার পর নামজারি করতে হয় জানিয়ে চিঠিতে বলা হয়, নামজারির মাধ্যমে রেকর্ড হালনাগাদ করা হয় বিধায় নামজারির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির প্রকৃত শ্রেণিকে রেকর্ডিয় শ্রেণিতে রূপান্তর করে শ্রেণি হালনাগাদ করা সম্ভব। তবে বর্তমানে নামজারির সময় ভূমির বাস্তবে ব্যবহৃত শ্রেণি নামজারি খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করে রেকর্ডিয় শ্রেণি হালনাগাদ করা হয় না। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে ই-মিউটেশন সফটওয়্যারে নামজারি করার সময় রেকর্ডিয় শ্রেণি হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেই। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়সহ ভূমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ভূমির রেকর্ডিয় শ্রেণি নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নামজারির আবেদন করলে আবেদন মঞ্জুরের সময় বাস্তব শ্রেণিকে রেকর্ডিয় শ্রেণি হিসেবে নামজারি খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা ই-মিউটেশন সিস্টেমে চালু করার জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রে মতামত বাক্স-সিসি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশ

নাগরিকদের ভূমিসেবা আরও জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও মানসম্মত করতে দেশের ৬১টি জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রে মতামত বাক্স স্থাপন, ভূমিসেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক ব্যানার প্রদর্শন এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সম্ভব হলে সেবাগ্রহীতাদের তথ্য অনুসন্ধান, টোকেন গ্রহণ ও প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে কিয়স্ক মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটালাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও পারফরমেন্স (ডিকেএমপি) অনুবিভাগ থেকে বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে দেশের ৬১ জেলার জেলা প্রশাসককে (ডিসি) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, নাগরিকদের বিনামূল্যে ভূমিসেবা সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সহযোগিতায় এরই মধ্যে দেশের ৬১টি জেলায় 'জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্র' স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করে জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রগুলোতে সেবার মান এবং সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে কয়েকটি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে।

মতামত বাক্স স্থাপন

প্রতিটি জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রে সেবাগ্রহীতাদের জন্য দৃশ্যমান স্থানে একটি 'মতামত বাক্স' স্থাপন করতে হবে। এর মাধ্যমে নাগরিকরা সেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ, পরামর্শ বা মতামত লিখিতভাবে জমা দিতে পারবেন। মতামত বাক্সটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্মকর্তা খুলবেন। এতে পাওয়া অভিযোগ ও পরামর্শ যথাযথ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি এর সারসংক্ষেপ কেন্দ্র পরিচালকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

ভূমিসেবা বিষয়ে সচেতনতামূলক ব্যানার

জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ও প্রবেশপথে ভূমিসেবা সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারে অনলাইন খতিয়ান ও সার্টিফায়েড কপি প্রাপ্তি, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি আবেদন দাখিল, নির্ধারিত সরকারি ফি এবং হেল্পলাইন নম্বর **১৬১২২** সহ ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহ করা ব্যানার, স্ট্যান্ডি ও সাইনবোর্ডের নমুনা অনুসরণ করে স্থানীয়ভাবে এগুলো মুদ্রণ করে যথাস্থানে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা ও কিয়স্ক মেশিন প্রতিটি জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে ক্যামেরার ফুটেজ যথাযথ সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া সম্ভব হলে সেবাগ্রহীতাদের সহজে তথ্য অনুসন্ধান, টোকেন গ্রহণ এবং সেবা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে কিয়স্ক মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

প্রতি তিন মাসে হবে মূল্যায়ন

জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হবে। এ মূল্যায়নে সেবা প্রদানের সংখ্যা ও মান, মতামত বাক্সে পাওয়া অভিযোগ নিষ্পত্তির হার, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি, ব্যানার, সিসি ক্যামেরা ও কিয়স্ক মেশিন স্থাপন, তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বিবেচনায় নেওয়া হবে। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রতি তিন মাস শেষে পরবর্তী **১০** কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে নির্ধারিত ছকে একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিকেএমপি অনুবিভাগে পাঠাতে হবে। এছাড়া 'জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬' অনুযায়ী 'জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্র' স্থাপন ও পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। চিঠিতে এসব বিষয় যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলা ভূমিসেবা কেন্দ্র থেকে দেওয়া সেবার মান জনবান্ধব ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ডিসিদের অনুরোধ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রতিটি মানুষ নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ধর্ম বা অন্য কোনো বিভাজনের ভিত্তিতে নয়, বরং এ দেশের প্রতিটি মানুষ নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের সবার প্রধান ও প্রথম পরিচিতি হওয়া উচিত আমরা সবাই বাংলাদেশি। এসময় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমাদের নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'সবার আগে বাংলাদেশ'। আর যদি সবার আগে বাংলাদেশ হয়, তবে আমরা প্রত্যেকেই সবার আগে বাংলাদেশি। আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এর পরে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের মূল নীতিই হলো সবার জন্য বাংলাদেশ। অতীতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, অতীতে যারা মনে করত এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছিল যে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি নির্দিষ্ট দলের 'ভোট ব্যাংক', এ দেশের সচেতন জনগণ সেই ভুল ধারণা ও কৃত্রিম মিথ সম্পূর্ণ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত ছয় মাসে দেশের সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আচার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণই

বিচারক, আপনারা এরই মধ্যে রায় দিয়েছেন এবং আগামীতেও গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় রাখতে এবং সব ধরনের অসুর শক্তি ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা থাকবে। সংবিধান ও ধর্মীয় অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বাধ্য। সংবিধানের চেতনা অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না। তিনি বলেন, সব ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় এবং উপাসনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সরকার কেবল সংবিধানে এটি কিতাবি রূপে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না, বাস্তবেও এই সাম্য ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা সচরাচর 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু আমি মনে করি 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটির আর প্রয়োজন নেই। আজ থেকে আমাদের বলতে হবে, আমরা ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং শান্তি বজায় রাখব। এই ইতিবাচক চর্চাই সমাজকে আরও সুন্দর করবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সম্প্রীতির বাংলাদেশে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ নেই: বাণিজ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, ধর্মীয় সম্প্রীতিই বাংলাদেশের শক্তি। বিভেদ সৃষ্টির কোনো সুযোগ এ দেশের মানুষ কখনো দেবে না। শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫২তম শুভ জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর স্বামীবাগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য বহুদিনের। রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির অপচেষ্টা হলেও সাধারণ মানুষের ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক কখনো ভেঙে পড়েনি। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পার হলেও দেশে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা আলোচনায় এসেছে। তবে এসব ঘটনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভেদের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও প্রতিবেশী সম্পর্কের ভিত্তি হলো সম্প্রীতি। এখানে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানই প্রাধান্য পায়। গত ৫ আগস্ট-পরবর্তী পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও গুজব ছড়ানো হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। দেশের মন্দির, মসজিদ, প্যাগোডা ও গির্জাগুলোতে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রয়েছে। সাধারণ মানুষ সবসময় ধর্মীয় উপাসনালয়ের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, প্রায় ১৮ থেকে ২০ কোটি মানুষের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বিভাজনের রাজনীতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। ধর্ম, বয়স, পেশা ও মতের পার্থক্য ভুলে সবাইকে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, দেশের প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা কিংবা অন্য যেকোনো উপাসনালয়—সব ধর্মের মানুষের অধিকার সমানভাবে সুরক্ষিত থাকবে। এ সময় তিনি ইসকনের অরাজনৈতিক অবস্থানকে তাদের অন্যতম শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং সবাইকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ইসকন বাংলাদেশের সহ-সভাপতি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) বিজন কান্তি সরকার। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য দেবাশীষ রায় মধু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল ইসলাম খান টিপু, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি সুদীপ রঞ্জন সেন বাপ্পু এবং ইসকন বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিমলা প্রসাদ দাস, হৃষিকেশ গৌরাঙ্গ দাস, যুগধর্ম দাস ও শুভ নিতাই দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইসকন বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ জ্যোতিশ্বর গৌরহরি দাস। সভাপতিত্ব করেন স্বামীবাগ আশ্রমের অধ্যক্ষ ও ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নিতাই স্বামী মহারাজ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সনাতনীদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা: অর্থমন্ত্রী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য নিজের দরজা সবসময় খোলা বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। সবকিছু পুরোপুরি পরিবর্তন না হলেও এ পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকবে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের জেএম সেন হল প্রাঙ্গণে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্মমহাসম্মেলন ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটি এ সমাবেশের আয়োজন করে। সরকার কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ধর্মের জন্য নয়, বরং সব বাংলাদেশির জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন আমির খসরু। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কোনো

বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য ক্ষমতায় আসেনি। বাংলাদেশের সব গোষ্ঠীর ভোটে বিপুল জয় নিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সনাতনী, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও নৃগোষ্ঠী সবাই ভোট দিয়েছেন। এ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার। বিগত সময়ে সমাজে বিভেদ তৈরি করা হয়েছিল জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সমাজে যে অবক্ষয় হয়েছে, বিগত দিনে একটি সরকার সমাজে যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে, তা আগামীকাল সকালে সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা বলছি না। তবে আমরা যে পথে চলছি, পথটা ঠিক আছে কি না সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। পথ ঠিক থাকলে আমরা সেই পথে এগিয়ে যেতে পারবো।' সরকার সব গোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করছে দাবি করে তিনি বলেন, মসজিদে যে অনুদান দেওয়া হবে, মন্দিরেও একই অনুদান দেওয়া হবে। মসজিদের ইমামকে যা দেওয়া হয়েছে, মন্দিরের পুরোহিতকেও তা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আগে এমনটি হয়নি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে আমির খসরু বলেন, 'আপনারা আমাদের কাছে আসবেন। কারও মাধ্যম লাগবে না, সরাসরি আসবেন। সনাতনীদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা। আপনাদের যেসব সমস্যা আছে, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করবো এবং সমাধানে কাজ করবো।' তিনি আরও বলেন, 'এখানে আপনারা নিজেদের দুর্বল মনে করবেন না। নিজেদের অন্যদের থেকে পৃথক মনে করবেন না। আমরা এমন দেশ গড়তে চাই, যেখানে সব মানুষ নিজ নিজ উৎসব পালন করবে, নিজ নিজ অধিকার ভোগ করবে এবং সমঅধিকার পাবে। কারও জন্য বিশেষ কিছু করা হবে না, আবার কোনো গোষ্ঠীকে ছোট করেও দেখা হবে না।' সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে কোনো বঞ্চনা থাকবে না।'

বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বড় বাজেট প্রণয়ন করার পর অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এত বড় বাজেট কেন এবং এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না। তবে সরকারের লক্ষ্য সবার জন্য প্রণীত বাজেট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দন তালুকদার। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রী কৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজ কালীপদ ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আর কে দাশ রুপু। সঞ্চালনা করেন কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে পার্থ। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. মাহবুবের রহমান শামীম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহ, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার হরিশ কুমার ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্বদেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক রুপন ধর ও উত্তম কুমার চক্রবর্তী। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ইসরাফিল খসরু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পরে অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। এর আগে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে টেলিভিশন ও বেতারের শিল্পীরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে শনি ও রোববার দুই দিনব্যাপী ষোড়শপ্রহরব্যাপী মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে জেএম সেন হলের আশপাশে বিভিন্ন লোকজ সামগ্রীর দোকানও বসেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সরকারকে গালিগালাজ করা সেই সিফাত কারাগারে

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারকে নিয়ে গালিগালাজের পর গ্রেফতার হওয়া যুবক সিফাত আব্দুল্লাহকে (২৫) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন আদালতে উপস্থাপন করা হলে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। তার আগে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুর গাছা থানা এলাকা থেকে সিফাতকে আটক করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। পরে রাত ৯টার দিকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। সিফাত আব্দুল্লাহ গাজীপুর মহানগরীর (৩৮ নম্বর ওয়ার্ড) টিনের মসজিদ এলাকার সিকান্দর আলীর ছেলে। তিনি রাজধানীর আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষার্থী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিফাত আব্দুল্লাহ বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ও লেখালেখি করে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সবশেষ বৃহস্পতিবার তিনি ১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফেসবুকে প্রকাশ করেন। ওই ভিডিওতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে গালিগালাজ করতে দেখা যায় তাকে। ভিডিওতে সিফাত দাবি করেন, তার বাসায় চলতি মাসে চার হাজার টাকা এবং আগের মাসে পাঁচ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। তার দাবি, এই বিদ্যুৎ বিল স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন। পরে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে তাকে আটক করে পুলিশ। গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম রব্বানী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটূক্তির অভিযোগে সিফাত আব্দুল্লাহকে আটক করা হয়। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলার পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হলে তার রিমান্ড চাওয়া হতে পারে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

গণরায় বাস্তবায়নে লংমার্চ সফল করার আহ্বান জামায়াতের

ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ সফল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে স্বাগত মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) নগরের বহদ্দারহাট এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বহদ্দারহাট মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। ৪ নম্বর চান্দগাঁও ওয়ার্ড জামায়াতের আমীর ও চান্দগাঁও থানা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ ওমর গনির

সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ড সেক্রেটারি ও সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আজিজের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য, চান্দগাঁও থানা আমীর ও সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ইসমাইল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৪ নম্বর চান্দগাঁও ওয়ার্ডের শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য এবং কাউন্সিলর পদপ্রার্থী রইসুর রহমান চৌধুরী তিতু। সমাবেশে মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে জুলাই গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সারের সংকট দ্রুত নিরসন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের দুর্ভোগ কমাতে হবে। পাশাপাশি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। এসব দাবি আদায়ে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র ঘোষিত ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ সর্বাত্মকভাবে সফল করতে নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার সবার: রাশেদ খাঁন

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী মো. রাশেদ খাঁন বলেছেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তিনি দেশের সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সমানভাবে ধারণ করেন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে জন্মাষ্টমী উৎসবে তিনি এ কথা বলেন। রাশেদ খাঁন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় রয়েছে, যেখানে 'ধর্ম যার যার, কিন্তু নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার সবার'। তিনি বলেন, হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হলেও তার জীবন, দর্শন ও শিক্ষা আজও সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের প্রকৃত পরিচয় বংশপরিচয়ে নয়; বরং তার কর্মের মধ্যদিয়েই মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হয়। তিনি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ধারণ করে বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার আহ্বান জানিয়ে রাশেদ খাঁন বলেন, আমরা যে ধর্মেরই অনুসারী হই না কেন, সব ধর্মের মূল শিক্ষা শান্তি, শৃঙ্খলা, মানবতা ও সম্প্রীতি। বাংলাদেশে কোনো নাগরিক যেন ধর্মীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার না হন— এটাই সবার প্রত্যাশা। অতীতে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে সনাতন ধর্মাবলম্বী বিশ্বজিৎকে হত্যা করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে আর কোনো বিশ্বজিৎ যেন এ ধরনের নৃশংস হামলার শিকার না হন, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সহিংসতা ও বৈষম্যের সংস্কৃতি যাতে আর ফিরে না আসে, সে জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে তিনি বলেন, অতীতে সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বর্তমান সরকার এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে, যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত থাকবে এবং কোনো সনাতন ধর্মাবলম্বীর ওপর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হামলা বা নিপীড়নের ঘটনা ঘটবে না। একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন ও মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

হাম উপসর্গে প্রাণহানি পৌঁছালো ৮৮৮ জনে, নিশ্চিত হামে ৯৯

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছালো ৮৮৮ জনে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৯৯ জনের। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু না হলেও সন্দেহজনক হামে একজন মারা গেছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮৭ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৪০ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ১১৪ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগী পাওয়া গেছে এক লাখ ৬২ হাজার ২৬২ জন। অন্যদিকে, একই সময়ে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে ১৯ হাজার ৫৬৭ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৬২ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেট ও রাজশাহীতে তিনজন করে এবং ময়মনসিংহে দুজন মৃত্যুবরণ করেছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৪.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

শুধু কর্মসূচি নয়, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে বিকল্প পরিকল্পনা দিন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদলের কর্মসূচি থাকবে, সরকারের সমালোচনা থাকবে—এতে কোনো আপত্তি নেই। তবে শুধু কর্মসূচি না দিয়ে দেশের সংকট সমাধানে বিকল্প পরিকল্পনা ও পরামর্শও দিতে হবে। তিনি বলেন, আপনারা গ্যাস, বিদ্যুতের জন্য লংমার্চ করবেন, কর্মসূচি দেবেন—ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা একটা অল্টারনেটিভ বলুন, আমরা গ্যাস ও বিদ্যুৎ কীভাবে সরবরাহ করব, কোথা থেকে পাবো, কীভাবে পাবো। আপনারা একটা পরিকল্পনা দিন, কী কী কাজ করলে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। রিজভী বলেন, পার্লামেন্টে বিরোধীদলের সদস্যদের কথা বলার সুযোগ রয়েছে। সরকারের

সমালোচনা তারা করবেন, সংসদের বাইরেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবেন—এটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চর্চা। তবে সমালোচনার পাশাপাশি সরকারকে কীভাবে সংকট মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, শুধু কর্মসূচির কথা শুনছি। বিরোধীদলের কর্মসূচি থাকবে, এটা গণতন্ত্রের অংশ। কিন্তু অতীতের পুনরাবৃত্তি করলে সেটা আবার অতীতের সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাবে। এতে অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসবে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে বৈশ্বিক যুদ্ধ ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংকটও রয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি পরিবহনে বাধা তৈরি হওয়ায় প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানিতে সংকট দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, এটা সরকারের নিজস্ব কোনো কারণে হয়েছে, তা তো নয়। এখন বৈশ্বিক যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ করছে, এর দায় কি বাংলাদেশের সরকারের? তা তো নয়। রিজভী বলেন, জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো, কলকারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং বাসাবাড়িতে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। এ অবস্থায় সংকট মোকাবিলায় বাস্তবসম্মত বিকল্প পরিকল্পনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, একটা পরিকল্পিত অচলাবস্থা তৈরি করা আমার মনে হয় ঠিক হবে না। বরং কীভাবে এই সংকট নিবারণ করা যায়, সেই বিষয়ে পরিকল্পনা দিতে হবে। নৃত্য সম্পর্কে নিজের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান না থাকার কথা উল্লেখ করে রিজভী বলেন, গান ও বাদ্যের সঙ্গে যখন নৃত্য মঞ্চস্থ হয়, তখন তা দেখতে ভালো লাগে এবং মানুষের মন নির্মল হয়ে ওঠে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত বৃদ্ধার মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে জনপ্রশাসন ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারীর গাড়ির ধাক্কায় আহত ফিরোজা বেগম (৭৫) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ১১টার দিকে বগুড়ার টিএমএসএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর আগে, সকাল পৌনে ৯টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক ব্রিজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রীর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নিচু জমিতে নেমে যায়। দুর্ঘটনায় জনপ্রশাসন ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী নিজেও পায়ে আঘাত পেয়েছেন। নিহত ফিরোজা বেগম শিবগঞ্জের কিচক ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী। সকাল পৌনে ৯টার দিকে তার গাড়িবহর শিবগঞ্জের কিচক ব্রিজের সামনে পৌঁছায়। এ সময় ফিরোজা বেগম রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রীর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের নিচু জমিতে নেমে যায়। প্রতিমন্ত্রীর গানম্যান মুক্তারুল জানান, দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে প্রতিমন্ত্রী, তার স্ত্রী, চালক ও তিনি নিজে অবস্থান করছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রতিমন্ত্রী পায়ে আঘাত পেয়েছেন। দুর্ঘটনার পরপরই অন্য একটি গাড়িতে করে তাকে চিকিৎসার জন্য জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরোজা বেগমকে উদ্ধার করে বগুড়ার টিএমএসএস হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সোয়া ১১টায় তার মৃত্যু হয়। বগুড়া সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইব্রাহীম আলী তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামমুখী ১১ দলের লংমার্চে থাকবে ১৫০০ গাড়িঃ গোলাম পরওয়ার

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রায় এক হাজার গাড়ি নিয়ে লংমার্চের পরিকল্পনা করা হলেও শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গাড়ির সংখ্যা বেড়ে দেড় হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শনিবারের (৫ সেপ্টেম্বর) লংমার্চের সর্বশেষ প্রস্তুতি জানাতে শুক্রবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গোলাম পরওয়ার এসব কথা বলেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জানান, শনিবার সকাল ৭টায় ঢাকায় উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হবে। সকাল ৮টা পর্যন্ত সমাবেশ চলার পর গাড়িবহর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। পথে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ কয়েকটি স্থানে পথসভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। তবে সময় সাশ্রয়ের জন্য সব পথসভায় ১১ দলের সব নেতা বক্তব্য দেবেন না। পথে একটি অগ্রবর্তী প্রতিনিধিদল পরবর্তী সমাবেশস্থলে আগে পৌঁছে বক্তব্য দেবে। পরে মূল গাড়িবহর ও শীর্ষ নেতারা সেখানে পৌঁছাবেন। যানজট বা যান্ত্রিক কোনো সমস্যা না হলে সন্ধ্যা বা মাগরিবের মধ্যে গাড়িবহর চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে বলে জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। লালদীঘি ময়দানে ১১ দলের নেতাদের অংশগ্রহণে জনসভা হবে। লংমার্চে অংশগ্রহণকারীদের ডেলিগেট কার্ড দেওয়া হবে জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রতিটি গাড়িতে স্টিকার ও নম্বর থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

গোপালগঞ্জের 'ফ্যামিলি ব্যবসা' এখন বগুড়ায়ঃ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

১১ দল ঘোষিত ৫ সেপ্টেম্বরের লংমার্চ কর্মসূচি ঘিরে কোনো নাশকতা বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করছেন না বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তবে কর্মসূচিতে কোনো হামলা বা বিশৃঙ্খলা হলে এর দায় সরকারকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, আগে 'ফ্যামিলি ব্যবসা' গোপালগঞ্জে ছিল, এখন তা বগুড়ায় শুরু হয়েছে। ১১ দল ঘোষিত ৫ সেপ্টেম্বরের লংমার্চ কর্মসূচির প্রস্তুতি উপলক্ষে শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা

বলেন তিনি। লংমার্চ ঘিরে কোনো আশঙ্কা বা আতঙ্ক রয়েছে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা এ পর্যন্ত লংমার্চ নিয়ে কোনো নাশকতা বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করছি না। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছি। যখন সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখন যারা শয়তান বা অন্যান্য বিশৃঙ্খলাকারী আছে, তারা ভয় পায়। ’তিনি বলেন, ‘আমরা যখন সবাই একসঙ্গে যাবো, সংখ্যাটা বেশি থাকার কারণে দুষ্কৃতিকারীরাও ভয় পাবে। তবে কেউ যদি কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করে, তাহলে সরকারকে এর দায়িত্ব বহন করতে হবে। সরকার দেশের নিরাপত্তা দিতে পারছে না— এটাই আমরা ধরে নেবো।’ সরকারকে উদ্দেশ্য করে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘আপনার আশপাশে যেসব মন্ত্রী উল্টাপাল্টা কথা বলছেন, তাদের সামলান। এ যে তেলের হিসাব, কীসের হিসাব— এ হিসাবগুলো বন্ধ করেন। যিনি হিসাব করেন, তিনি কি তেলমন্ত্রী নাকি? এটা তো অন্য মন্ত্রী।’ বিভিন্ন ব্যক্তির দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘তার নিজেরই দুর্নীতির কোনো খোঁজখবর নেই। আপনারা দেখেছেন মীর শাহ আলমের ৭০ কোটি টাকা। একটা ফ্যামিলি ব্যবসা শুরু করেছে ওরা। এই ফ্যামিলি ব্যবসা আগে দেখতাম গোপালগঞ্জে ছিল, এখন বগুড়াতে শুরু হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সালাহউদ্দিনের ছেলের খবরটা পত্রিকায় আসতেই দেয়নি। এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার কারণে, নাকি অন্য কোনো কেয়ামতি আছে—এটা আমরা জানি না।’ লংমার্চের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা আশা করবো, সরকার এটাতে পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে। ন্যূনতম কোনো বিশৃঙ্খলা, হামলা বা কোনো কিছু হলে পুরো দায় সরকারকে এবং বিএনপিকে বহন করতে হবে। এটার শক্ত জবাব ইনশাআল্লাহ আমরা দেবো।’ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, লংমার্চ সফল করতে তাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি রয়েছে। তবে এটিকে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখছেন না তারা। বরং লংমার্চকে ‘আনন্দের সভা’ হিসেবে দেখছেন বলে জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

এক্সপ্রেসওয়েতে পড়ে ছিল মরদেহ, মুখ স্কচটেপে বাঁধা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে স্কচটেপে মুখবাঁধা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে বনানী থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। তার পরনে ছিল সিএনজিচালকদের ইউনিফর্মের মতো নীল রঙের শার্ট ও লুঙ্গি। বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, সকাল পৌনে ৯টার দিকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তির বয়স ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তার গায়ে সিএনজিচালকদের ইউনিফর্মের মতো নীল রঙের পোশাক ছিল। মুখে সাদা টেপ লাগানো ছিল। আমরা ধারণা করছি, তাকে হত্যার পর দুর্বৃত্তরা রাতে বা ভোরের কোনো একসময় মরদেহটি সেখানে ফেলে রেখে গেছে। ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। আমরা ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করবো। এতে মরদেহটি কখন, কীভাবে সেখানে আনা হয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাজশাহী থেকে আন্তঃজেলা বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহী ও নাটোর জেলার বাস মালিক-শ্রমিকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে রাজশাহী থেকে আন্তঃজেলা বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে রাজশাহী থেকে নাটোর হয়ে বিভিন্ন আন্তঃজেলা রুটের বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দর্শনার উদ্দেশ্যে রাজশাহী থেকে ছেড়ে যাওয়া রাব্বি পরিবহনের একটি বাস নাটোরে আটকে দেন সেখানকার মালিক-শ্রমিকরা। পরে বাসটির যাত্রীদের নামিয়ে তুহিন পরিবহনের একটি বাসে তুলে দর্শনার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। নাটোর জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বলেন, রাব্বি পরিবহনের একটি বাস কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই নাটোরে প্রবেশ করায় নাটোরের মালিক-শ্রমিকরা সেটি রাজশাহীতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরে নাটোরের ছয়-সাতটি বাস রাজশাহীতে আটকে দেওয়া হয়। এ ঘটনার জেরে নাটোর-রাজশাহী রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও সড়ক পরিবহন গ্রুপের পক্ষ থেকে নাটোরের ‘তুহিন পরিবহনের তিনটি বাস আটক করা হয়। পরে নাটোরে আটক থাকা রাব্বি পরিবহনের বাসটি ছেড়ে দেওয়া হলে রাজশাহীতে আটক তুহিন পরিবহনের তিনটি বাসও ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এর মধ্যেই বিরোধের জেরে রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও সড়ক পরিবহন গ্রুপ রাজশাহী থেকে সব আন্তঃজেলা বাস চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীকে ধরতে গেলে হামলা, ৬ পুলিশ সদস্য আহত

চট্টগ্রাম নগরের খুলশীতে পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ওয়াকিল হোসেন ওরফে বগাকে (৪২) গ্রেফতার করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। এ সময় খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুর রহিম ও তার বডিগার্ডসহ ছয় পুলিশ সদস্য আহত হন। ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের সরকারি গাড়ি। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে খুলশীর ওয়্যারলেস মোড় ও পাহাড়তলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের সুযোগে বাসার ভেতরের এক গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ওয়াকিল হোসেন পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে ওয়াকিল হোসেনকে গ্রেফতারে অভিযান চালায় খুলশী থানা পুলিশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে তার অনুসারীরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেন। একপর্যায়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে

ইটপাটকেল, বোতল ও ককটেলসদৃশ বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা হয়। হামলায় খুলশী থানার ওসির সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে তিন থেকে চারটি সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছোড়ে। এতে ওসিসহ পাঁচ থেকে ছয়জন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে পুলিশের একাধিক দল ওয়্যারলেস এলাকার বিভিন্ন গলি ও ওয়াকিল হোসেনের বাসভবনে সাঁড়াশি অভিযান চালায়। এ সময় বাসার ভেতরে এক গোপন সুড়ঙ্গ ও পালানোর পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশের দাবি, ওই পথ ব্যবহার করে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় অভিযানের আগেই পালিয়ে যান ওয়াকিল। পুলিশ আরও জানায়, অভিযান চলাকালে ওয়াকিল হোসেন মোবাইল ফোন ও ভিডিও কলের মাধ্যমে পুলিশকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। খুলশী থানার ওসি মোহাম্মদ আবদুর রহিম বলেন, কলেজশিক্ষককে পেটানোর ঘটনায় নিয়মিত মামলা হওয়ার পর আসামির বিরুদ্ধে থাকা অস্ত্র মামলার ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য অপরাধের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়। কিন্তু আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ

বাংলাদেশে পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে নেপাল। এতে নেপাল থেকে প্রতিদিন যে বিদ্যুৎ আসতো সেটি আর আসছে না। ভয়াবহ বন্যায় দেশটির জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে, গত ২৭ আগস্ট ডে পিকে নেপাল থেকে ৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এসেছে। তবে ওইদিন সন্ধ্যা পিকে কোনো বিদ্যুৎ আসেনি। তারপর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। গত বুধবার নেপালের দ্য কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদনে জানায়, ভারতের সঞ্চালনব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। নেপালের ভোটেকোশি নদী এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় দেশটির জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশিদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার সুবিধা সীমিত করলো মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা (এমইভি) ব্যবস্থায় বড় ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। নতুন নীতিতে বাংলাদেশসহ ৩১ দেশের নাগরিকদের সাধারণ পর্যটন ও সামাজিক সফরের ক্ষেত্রে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। এখন নির্দিষ্ট চার ধরনের ভ্রমণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সফর মিললেই কেবল এ ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে। মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের সংশোধিত নীতি অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা আর সব দেশের নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকছে না। ২ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের মালয়েশিয়ায় প্রবেশের জন্য ভিসা প্রয়োজন। ফলে নতুন নির্দেশিকার আওতায় বাংলাদেশিরাও পড়ছেন। সংশোধিত ভিসা কাঠামোয় বাংলাদেশসহ ৩১ দেশের নাগরিকদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার সুযোগ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

অন্তবর্তী সরকার এমন ছক কষেছে যেন মানুষ বলে, হাসিনার সময়ে ভালো ছিলাম

বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মা-বাবাকে গালিগালাজ গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী রাশেদ খাঁন। একই সঙ্গে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি তৈরির জন্য বিগত অন্তবর্তী সরকারকে দায়ী করেন তিনি। রাশেদ খাঁন বলেন, অন্তরবর্তীকালীন সরকার ১৮ মাসে নির্বাচিত সরকারকে বিপদে ফেলার সব ছক তৈরি করে গেছে, যেন মানুষ বলে- শেখ হাসিনা ও ডক্টর ইউনূসের সময়ে তো ভালো ছিলাম! শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে রাশেদ খাঁন লেখেন, ‘কয়েকমাস আগে জামায়াতের আমির সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারকে গালিগালাজ করে, তাহলে আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে ছেলেটিকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে সে প্রধানমন্ত্রীর মা-বাবাকে নিয়ে বিশ্রী, অশ্লীল ও কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এর যদি কোনো প্রতিকার না হয়, তবে সমাজে এটি ব্যধির মতো ছড়িয়ে পড়বে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভারসাম্যতা নষ্ট হবে।’ তিনি লেখেন, ‘এর প্রতিকার অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। আর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা আছে, কারও বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সমস্যা হলে নিকটস্থ বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করার জন্য। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতার জন্য এভাবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর মা-বাবাকে গালিগালাজ করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।’ প্রধানমন্ত্রীর এ সহকারী লেখেন, ‘ওই ছেলেটিকে পুলিশ হেফাজতে না নিলে কি জনতার বিক্ষুদ্ধতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও ছিল না? বাংলাদেশ তো আমেরিকা ইউরোপ হয়ে যায়নি। আর আপনারাও পশ্চিমা মানুষ হয়ে যাননি। যেখানে সামাজিক সুস্থতার জন্য এসব সাইবার অপরাধ বন্ধের পক্ষে কথা বলা দরকার। সেখানে এগুলোকে কাউকে কাউকে উৎসাহ প্রদান করতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে এমন অপরাধ বন্ধে করণীয় কি, সেটি তো বলতে পারছেন না।’ তিনি আরও লেখেন, ‘বর্তমান সরকারকে বিপদে ফেলতে অন্তবর্তীকালীন সরকার কি নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তি ও ৩৭টি সৌরবিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প বাতিল করে নাই? সেগুলো বাস্তবায়ন হয়ে গেলে কি এসব সংকট তৈরি হতো? অন্তরবর্তীকালীন সরকার ১৮ মাসে নির্বাচিত সরকারকে বিপদে ফেলার সব ছক তৈরি করে গেছে, যাতে মানুষ বলে শেখ হাসিনা ও ড. ইউনূসের সময় তো ভালো ছিলাম!’

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে সবাইকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি সবার অংশগ্রহণে আনন্দময় ও উৎসবমুখর হয়ে উঠুক। আমি আশা করি, এ উৎসব সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যকে আরও সুদৃঢ় করবে। একটি শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন-শুভ জন্মাষ্টমীর এই ক্ষণে এ প্রত্যাশা করি।' শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান। বাণীতে রাষ্ট্রপতি শুভ জন্মাষ্টমী উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি শুভ জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরোপকারী, দক্ষ রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন সত্য, ন্যায়, মানবতা ও কল্যাণের প্রতীক হয়ে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

সমাজে মানবপ্রেমের অনন্য আদর্শ তুলে ধরেছেন শ্রী কৃষ্ণঃ প্রধানমন্ত্রী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মতিথি শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী কৃষ্ণ তার জীবন ও কাজের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবপ্রেমের অনন্য আদর্শ তুলে ধরেছেন। এই শুভ দিনে আমি বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ (শুক্রবার) শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এই শুভেচ্ছা জানান। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে তারেক রহমান বলেন, শ্রী কৃষ্ণের বার্তা ও শিক্ষা সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। আসুন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি জনকল্যাণমুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলি। কেউ যেন সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজে শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

মির্জা ফখরুলকে আমিরাতের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ও দায়িত্ব গ্রহণ করায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এক অভিনন্দন বার্তায় আমিরাতের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানান। তিনি তার সুস্বাস্থ্য ও শান্তি কামনা করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করেন। সেই সঙ্গে পৃথক পৃথক অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া এবং শপথ গ্রহণ উপলক্ষে মির্জা ফখরুল ইসলামকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্সিয়াল কোর্টের চেয়ারম্যান শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ানও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করতে বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, বিমান চলাচল, জনশক্তি এবং জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

অতীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হয়েছিল, সরকার ব্যবস্থা নেয়নি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ছাড়া গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে না। তিনি বলেন, অতীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হয়েছিল, সরকার ব্যবস্থা নেয়নি। তখন বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। দেশের বিচারব্যবস্থা এখনো দুর্বল। তাই বিচারব্যবস্থা জোরদার ও শক্তিশালী করতে হবে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্থিতিশীল আছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। বহু ধর্ম বহু সংস্কৃতির যে ধারা চলমান সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমরা মনে করি জুলাই সনদ ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিচারব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের বিচার পাওয়ার একটা জায়গা থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমরা মনে করি আমরা সরকারেই থাকি বা বিরোধীদলেই থাকি, সব রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব এ দেশে যেন শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে। আমরা মনে করি এখন দেশের পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। কিন্তু এটাকে আমাদের একটা শক্তিশালী ভিত্তি দিতে হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

আমাদের লংমার্চ একঘেয়ে করে দেখার সুযোগ নেইঃ মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

জনগণের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে আগামীকালের ১১ দলীয় ঐক্যের লংমার্চ সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের বসুন্ধরা সাংগঠনিক থানার উদ্যোগে আয়োজিত 'ষাণ্মাসিক রুকন সমাবেশ-২০২৬'এ প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, 'দেশে যদি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে ধার্মিক, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের হাতে শাসনক্ষমতা দিতে হবে।' আগামীকালের লংমার্চ কর্মসূচিতে সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও জনগণকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আগামীকালের লংমার্চ সরকার পতনের লংমার্চ নয়; এটি জনগণের জনরায়ের বাস্তবায়নের লংমার্চ।'

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

এক বছরের মধ্যে বদলে যাবে পুঁজিবাজারঃ বিএসইসি চেয়ারম্যান

আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মাসুদ খান। তিনি বলেছেন, বাজারকে আরও গভীর, সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছ ও ন্যায্য করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা। একই সঙ্গে আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে ভালো ও বড় কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার (৪ আগস্ট) ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) সদস্যদের জন্য আয়োজিত আবাসিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিএমজেএফের সভাপতি মনির হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব রাসেল। বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, আমি কনফিডেন্ট যে আগামী এক বছরে এই স্টক মার্কেটটা আগের মতো আপনারা দেখবেন না। এই স্টক মার্কেটটা আরও অনেক ডিপার হবে, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আসবে। তখন আমাদের যে বর্তমান দুর্বলতাটা আছে, ইনশাআল্লাহ আমি আশা করছি তখন আরও কমে আসবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

এক উপজেলার চাহিদার সমান বিদ্যুৎ গিলছে ১২ হাজার অটো

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে জামালপুরের জনজীবন। স্বস্তির জন্য ঘরে ফ্যান থাকলেও মিলছে না নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ। দিনে কিংবা রাতে কোনো সময়ই ঠিকমতো বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকলে দুই ঘণ্টা নেই এমন অভিযোগ এখন জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের। বিদ্যুতের এই সংকটের মধ্যেই প্রতিদিন হাজার হাজার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইকের ব্যাটারি চার্জে খরচ হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ। সংশ্লিষ্টদের তথ্য বলছে, জামালপুরে শুধু অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জেই প্রতিদিন ১২-১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ একটি উপজেলার দৈনিক চাহিদার কাছাকাছি। বিদ্যুতের চাহিদা যখন সবচেয়ে বেশি, ঠিক তখনই সন্ধ্যার পর জেলার বিভিন্ন গ্যারেজে সারি সারি অটোরিকশা চার্জে বসানো হয়। শত শত যান একসঙ্গে চার্জ দেওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। আর সেই চাপের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ গ্রাহকদের ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় জেলার সাতটি উপজেলা ছাড়াও শেরপুরের কিছু অংশ, কুড়িগ্রামের রাজীবপুর ও রৌমারী এবং সিরাজগঞ্জের কয়েকটি এলাকা রয়েছে। এই বিশাল অঞ্চলে মোট গ্রাহক সংখ্যা সাত লাখ ৭৫ হাজার। এসব এলাকায় দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা ১৫০-১৬০ মেগাওয়াট। তবে জাতীয় গ্রিড থেকে প্রয়োজনের তুলনায় গড়ে ৫৫-৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। চাহিদা ও সরবরাহের এই বড় ব্যবধানের কারণে প্রতিদিন ৯০-৯৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত লোডশেডিং করতে হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) অধীনে জামালপুর শহর, সরিষাবাড়ী, ইসলামপুর ও মেলান্দহ উপজেলার প্রায় ৭৮ হাজার গ্রাহক রয়েছেন। এসব এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ৩০-৩২ মেগাওয়াট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যেই শহর ও আশপাশের এলাকায় চলাচল করা প্রায় ১২ হাজারের বেশি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইক প্রতিদিন চার্জ দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগ ও গ্যারেজ মালিকদের তথ্যমতে, একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা সাধারণত ১৫ অ্যাম্পিয়ারের চার থেকে পাঁচটি ব্যাটারিতে চলে। এসব ব্যাটারি চার্জ দিতে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এক থেকে দেড় ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। একটি অটোরিকশার ব্যাটারি পূর্ণ চার্জ করতে ছয় থেকে আট ইউনিট বা তারও বেশি বিদ্যুৎ লাগে। সে হিসেবে প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ করতে ৭০-৯০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। মেগাওয়াটের হিসাবে যার পরিমাণ ১২ থেকে ১৫ মেগাওয়াট। অর্থাৎ, বিদ্যুতের তীব্র সংকটের মধ্যেও প্রতিদিন একটি উপজেলার চাহিদার কাছাকাছি বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে শুধু অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামের খাল-জলপথ পণ্য পরিবহনে কাজে লাগাতে চায় সরকারঃ অর্থমন্ত্রী

চট্টগ্রামের খাল ও জলপথকে কাজে লাগিয়ে পণ্য পরিবহনের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের পাশাপাশি চট্টগ্রামের পানি নিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলপথকে পণ্য পরিবহনে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে সরকার

কাজ করছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলে এক সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম নগরীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানি সরবরাহ সেবার মান বাড়াতে নতুন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক সই করা হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ম্যাক্স সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের মধ্যে তিন বছর মেয়াদি এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। উদ্যোগটিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামে পানির সংকট জনগণের জন্য বড় দুর্ভোগ। যে দুই এলাকা নিয়ে পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রায় পানি নেই বললেই চলে। জনগণের কাছে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় কীভাবে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করেছি। তবে এটি সরকার একা করতে পারবে না। এ জন্য অংশীদারত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, আগে সরকারের পক্ষ থেকে সবকিছু করা হলেও এখন সরকারের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। করদাতাদের অর্থ সঠিক জায়গায় ব্যয় করতে হবে। এ কারণে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মডেল প্রয়োগ করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

ধর্মের ভিত্তিতে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন চাই: সিএমপি কমিশনার

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসান মোহাম্মদ শওকত আলী বলেছেন, ধর্মের ভিত্তিতে নয়, জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, পৃথিবীর সব ধর্মের মূল লক্ষ্য সমাজে মানুষের অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে নিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে হবে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) নগরের আন্দরকিল্লায় জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মহাশোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। মহাশোভাযাত্রার আয়োজন করে শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ বাংলাদেশ-কেন্দ্রীয় কমিটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিএমপি কমিশনার বলেন, দেশের নাগরিক হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। কোনো বিভাজন কিংবা বৈষম্যের শিকার যেন কেউ না হন, সে বিষয়ে সরকার সতর্ক রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

৪-৫টি বাইকে এসে ঘিরে ধরে সন্ত্রাসীরা, একজন দেয় কোপ, অন্যরা করে গুলি

চট্টগ্রামের রাউজানে মুহাম্মদ করিম (৩৬) নামে এক যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার উরকিরচর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কেরানীহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত করিম ওই ইউনিয়নের হারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়দের ভাষ্য, রাতে বাজারে ঢোকার সময় ৪-৫টি মোটরসাইকেলে করে একদল অস্ত্রধারী তাকে ঘিরে ধরে। এ সময় তাদের একজন কিরিচ দিয়ে করিমের ঘাড় ও মাথায় কোপ দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে কয়েকজন তাকে গুলি করে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থল ছাড়ে হামলাকারীরা। পুলিশের সুরতহাল প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, করিমের পেটে, ঊরুতে ও নিতম্বে গুলি লাগে। এর মধ্যে একটি গুলি কোমরের পাশ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। এ ছাড়া তার ঘাড় ও কপালে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। ঘটনার পর কেরানীহাট বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। আতঙ্কে লোকজনও সরে যান। প্রায় এক ঘণ্টা সড়কের ওপর পড়ে ছিল করিমের মরদেহ। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

অনলাইন জুয়া পরিচালনা ও অর্থপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ৪

অনলাইন বেটিং (জুয়া) পরিচালনা এবং অবৈধভাবে অর্থ লেনদেন ও বিদেশে অর্থ পাচারে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মো. ছুফি উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সিআইডির সাইবার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অপারেশনস শাখা গত বুধবার রাতে খুলনার খানজাহান আলী ও খালিশপুর থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন— মো. রাকিবুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম আরজু, শেখ সাকির আহম্মেদ এবং মিয়ানুল ইসলাম অয়ন। মো. ছুফি উল্লাহ বলেন, সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) সাইবার মনিটরিং সেলের নিয়মিত অনলাইন মনিটরিং কার্যক্রমে দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানকারী একটি সংঘবদ্ধ চক্রের অনলাইন বেটিং ও জুয়া কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। এসব ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় প্রলুব্ধ করা হতো। প্রাথমিক অনুসন্ধানের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, এসব বেটিং ওয়েবসাইটে অংশগ্রহণের জন্য ব্যবহারকারীদের প্রথমে 'টপ-আপ' বা ডিপোজিট করতে হতো। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ব্যাংক হিসাব এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হতো। অর্থ জমা হওয়ার পর ব্যবহারকারীর বেটিং অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ ই-মানি বা বেট মানি যুক্ত করা হতো, যা পরবর্তীতে জুয়ায় ব্যবহৃত হতো। সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার বলেন, এসব অবৈধ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত এমএফএস এজেন্ট নম্বর ও ব্যাংক হিসাবগুলো নিয়মিত পরিবর্তন করা হতো। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এজেন্টদের কাছ থেকে এসব নম্বর ও হিসাব সংগ্রহ করে টেলিগ্রামসহ নানান যোগাযোগমাধ্যমে বেটিং সাইট

পরিচালনাকারীদের কাছে পাঠানো হতো। পরবর্তীতে তা বেটিং সাইটে প্রদর্শন করা হলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবহারকারীরা সেখানে অর্থ লেনদেন করতেন। সংগৃহীত অর্থ থেকে এজেন্টরা নির্দিষ্ট কমিশন রেখে অবশিষ্ট টাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করতেন। পরবর্তীতে বাইন্যান্সের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে বিদেশে পাচার করা হতো বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

শুধু দুঃখ প্রকাশ নয়, সংকটের সমাধান করতে হবে: গাজী আতাউর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, নির্বাচনের পর ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও সরকার কোনো সংকটের উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। বরং জনগণকে নতুন নতুন সংকটের মুখোমুখি করেছে। জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো কোনো কাজও সরকার করতে পারেনি। তিনি বলেন, জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্পোৎপাদনে ধস নেমেছে এবং হাজার হাজার মানুষ বেকার হচ্ছেন। বিদ্যুৎ সংকটে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্যাস সংকটের কারণে বাসাবাড়িতে রান্না ব্যাহত হচ্ছে, পাশাপাশি কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত 'জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পানি সংকট ও মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদে' বিক্ষোভ মিছিলের আগে সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সংগঠনটির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক প্রভাষক শফিকুল ইসলাম। মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, বেকারত্বের কারণে চুরি, ছিনতাই ও রাহাজানিসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, যা নগরজীবনকে আতঙ্কিত করে তুলছে। রাষ্ট্রের এমন গুরুতর সমস্যা সমাধানে সরকারের মধ্যে গা-ছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরান যুদ্ধসহ নানা কারণ দেখিয়ে সরকার দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

যে আকাঙ্ক্ষায় এত মানুষ জীবন দিয়েছে, সেই দেশ আমরা পাবো: মান্না

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ১৮-২০ কোটি মানুষের যে প্রত্যাশা এখন পর্যন্ত দেশের মধ্যে আছে, যে দেশের আকাঙ্ক্ষায় এত মানুষ জীবন দিয়েছে, সেই দেশ আমরা পাবো।' শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিএনপির সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এ আলোচনার আয়োজন করে জামালপুর সমিতি। বিএনপির আরেক মহাসচিব ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথা তুলে ধরে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'একদিন এখানেই একটা সভার মধ্যে দেখলাম, কী কারণে যেন সবাই হইচই করছে। বিএনপির সভা ছিল। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছিলেন, অন্য নেতারা ছিলেন, আমিও ছিলাম। একটা সময় উনি (মির্জা ফখরুল) সবাইকে চুপ করতে কয়েকবার অনুরোধ করেন। শেষে উনি বললেন, 'আপনারা যদি চুপ না করেন তাহলে আমি সভা ছেড়ে চলে যাবো, আমার কাছে আর কোনো বিকল্প নাই।' আমার কাছে মনে হলো যে তিনি ধমক দেওয়ার বদলে তাদের ওপর এমনভাবে একটা চাপ দিলেন, এরপর তারা চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হলো। আমি আবার বলি, বিনয়ের কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতিতে যিনি বিনয়ী নন, উনি শেষ পর্যন্ত জিতেন না।' তিনি আরও বলেন, 'চাপাবাজি না করে নিজের যোগ্যতা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে ঠিকই দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, সেরকম মানুষই আমাদের কাছে প্রয়োজন। সেরকম মানুষ যদি নেতৃত্বে আসে তাহলে দেশের জন্য ভালো কিছু হতে পারে। আবদুস সালাম তালুকদারকে আমি ওইরকম একজন মানুষ মনে করতাম।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

ঢামেকের সামনে গৃহকর্মীর মরদেহ, রিমান্ড শেষে কারাগারে ৩ আসামি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে কিশোরী গৃহকর্মী মীম আক্তারের মরদেহ ফেলে যাওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার তিনজনকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত ১২ আগস্ট অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে হাসপাতালের সামনে মরদেহটি রেখে চলে যাওয়ার পর পুলিশ এর পরিচয় শনাক্ত করে। বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তারা হলেন—মীমের গৃহকর্তা ফয়সাল আহমেদ (৩৫), তার স্ত্রী রাহেমা খাতুন রেশমা (২৯) এবং রেশমার বাবা এ বি এম আব্দুর রাজ্জাক (৪৭)। তিন দিনের রিমান্ড শেষে তাদের আজ হাজির করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। আসামিদের পক্ষে এদিন কোনো জামিন আবেদন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ-পরিদর্শক শাহ আলম। মীম আক্তার (১৫) কুমিল্লার বাসুদেব বাজার এলাকার ফজলু মিয়ার মেয়ে। প্রায় এক বছর ধরে ফয়সালের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে কাজ শুরুর পর থেকেই মীমকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হতো। পরিবারের সদস্যদের কাছে ফোনে নির্যাতনের কথা জানিয়েছিলেন মীম। এরপর তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয় পরিবার। এর মধ্যেই গত ১২ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে মীমের মরদেহ ফেলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, পরদিন ১৩ আগস্ট ফয়সাল মীমের পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানান, মেয়েটি বাসা থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে অন্য এক ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

মীমের পরিবারের সদস্যরা ১৭ আগস্ট ফয়সালের বাসায় গিয়ে তার খোঁজ করেন। সেখানে তাদের গালিগালাজ করে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ : জাতিসংঘ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। গত আগস্টে খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্যসূচক বেড়ে ২০২২ সালের নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্টে এফএওর খাদ্যপণ্যের মূল্যসূচক ১৩৩ দশমিক ৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। জুলাইয়ে সংশোধিত এই সূচক ছিল ১৩০ দশমিক ৮ পয়েন্ট। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক দাম বেড়েছে। ইউরোপে তীব্র দাবদাহ ও খরা, এশিয়ায় সম্ভাব্য এল নিনোর প্রভাব এবং ইউক্রেন ও ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক অস্থিরতার কারণে কৃষিপণ্যের সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক খাদ্যবাজারে।এফএওর প্রধান অর্থনীতিবিদ ম্যাক্সিমো তোরেরো এক বিবৃতিতে বলেন, খাদ্যপণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি বাজারে ঝুঁকি ফিরে আসার সতর্কসংকেত। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাণিজ্য ও পরিবহনব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে সরবরাহ সংকটের আশঙ্কা বাড়ছে। আগস্টে খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, চিনি, মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের মূল্যসূচক বেড়েছে। ইউরোপের প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ভুট্টা ও বিট থেকে চিনি উৎপাদন এবং গবাদিপশু পালনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য এল নিনোর প্রভাবে এশিয়ায় পাম তেল ও চিনি উৎপাদন নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছে। এফএওর হিসাবে, আগস্টে খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক আগের মাসের তুলনায় ২ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। এতে সূচকটি ২০২৪ সালের মে মাসের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।ভোজ্যতেলের মূল্যসূচক বেড়েছে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২২ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ। চিনির মূল্যসূচকও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আগস্টে এটি ১১ দশমিক ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিকে পৃথক এক প্রতিবেদনে এফএও জানিয়েছে, ২০২৬ সালে বিশ্বে মোট শস্য উৎপাদনের পূর্বাভাস জুলাইয়ের হিসাবের চেয়ে ৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কমিয়ে ২ দশমিক ৯৮০ বিলিয়ন টন করা হয়েছে। নতুন এই পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালের তুলনায় চলতি বছর বৈশ্বিক শস্য উৎপাদন ২ শতাংশ কমতে পারে। এফএও বলছে, এই পতন ২০১৮ সালের পর বার্ষিক উৎপাদনে সবচেয়ে বড় কমার ঘটনা হতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শস্য সরবরাহে বিঘ্ন এবং ইরানকে ঘিরে সংঘাতের কারণে সারের সরবরাহে চাপ তৈরি হওয়াও বৈশ্বিক খাদ্যবাজারের জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

গোপালগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থী নিহত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক মাদরাসাছাত্র। বৃহস্পতিবার রাতে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী।নিহতরা হলো—কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আল আমিনের ছেলে ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আল রাফি (১৪) এবং ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দেওরা গ্রামের কালা মৃধার ছেলে ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাচকাহনিয়া মাদ্রাসার মিঝান জামাতের শিক্ষার্থী ইয়াছিন মৃধা (১৩)। এ বিষয়ে টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী জানান, তিনজন একটি মোটরসাইকেলে করে উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে গিমাডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। পথে মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের রেলিংয়ে ধাক্কা লাগে। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাদের গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আল রাফিকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত ইয়াছিনসহ অপর একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওসি আরও জানান, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে ইয়াছিন মৃধার মৃত্যু হয়। আহত অপর শিক্ষার্থীর চিকিৎসা চলছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

যশোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত

যশোরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ও দুপুরে যশোর-খুলনা এবং যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি গ্রামের হাকিম গাজীর ছেলে আমজেদ গাজী, একই উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের আবদুল মালেকের স্ত্রী আছিরন বিবি এবং কেশবপুর উপজেলার মধ্যকুল গ্রামের রেজাউল ইসলামের স্ত্রী রোকেয়া বেগম (৪৫)।

বাসের ধাক্কায় ফুফু-ভাতিজা নিহত

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কের উড়োতলা এলাকায় গড়াই পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আমজেদ গাজী ও তার ফুফু আছিরন বিবি গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আমজেদ তার ফুফু আছিরনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বসুন্দিয়ায় মেয়ের বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথে মজুমদার ব্রান অয়েল মিলের সামনে গড়াই পরিবহনের বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়।

এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাজনীন নিগার জানান, আমজেদ গাজীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। গুরুতর আহত আছিরন বিবি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নওয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই আমিনুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দুর্ঘটনায় জড়িত ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৮৪৮৪ নম্বরের গড়াই পরিবহনের বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে। পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে এতিমখানায় বাস অন্যদিকে, শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে কেশবপুরে বাসের চাপায় রোকেয়া বেগম (৪৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের মধ্যকুল উত্তরপাড়া হাফিজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা জানান, ফজরের নামাজের পর সকালে হাঁটতে বের হয়েছিলেন রোকেয়া। এ সময় যশোরগামী স্টার ডিলাক্স পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানান, বাসটি যাত্রীবিহীন অবস্থায় যশোরের দিকে যাচ্ছিল। মধ্যকুল উত্তরপাড়া এলাকায় পৌঁছে বাসটি সড়কের পাশে থাকা রোকেয়া বেগমকে চাপা দেয়। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের বিপরীত পাশে থাকা মাদরাসা ও এতিমখানার ভবনের সামনের অংশে ঢুকে পড়ে। এ সময় বাসের সহকারী মানিক ফকির আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। দুর্ঘটনার পর বাসচালক পালিয়ে যান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফর নিয়ে ভারতের কাছে ‘নতুন কোনও তথ্য নেই: রনধীর জয়সোয়াল

ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে বরাবরই বলা হয়েছে, উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হলেই এই সফর অনুষ্ঠিত হবে। এবার ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে তাদের কাছে নতুন কোনও তথ্য নেই। শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এই মুখপাত্র বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও নতুন তথ্য নেই।’ এদিকে ভারতে বসে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একের পর এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানের বিষয়টি নিয়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, ‘কোনও মন্তব্য নেই।’ প্রসঙ্গত, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এখনও সেখানেই অবস্থান করছেন তিনি। প্রথমে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এবং পরে বর্তমান বিএনপি সরকার ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, শেখ হাসিনাকে যেন তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনীতি করতে দেয়া না হয়। তবে গত ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে দিল্লিতে একটি প্রেস কনফারেন্সে ভার্চুয়ালি যোগ দেন শেখ হাসিনা। এর আগেই এমন কোনও আয়োজনে তার অংশগ্রহণ ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে ভারত সরকার যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে জটিলতা দেখা দেয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

জ্ঞানভিত্তিক রাজনীতিই জাতির অগ্রগতির চাবিকাঠি : আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, জাতিকে এগিয়ে নিতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে জ্ঞানভিত্তিক রাজনীতি অপরিহার্য। শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জিয়া স্মৃতি পাঠাগার ও জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা আয়োজিত ‘জিয়া স্মৃতি বইমেলা-২০২৬’ -এর দ্বিতীয় দিনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী। মন্ত্রী এ সময় বলেন, শুধু জিন্দাবাদ স্লোগানে আগামীর প্রজন্মকে আমরা যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারব না। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের বিকাশ। আগামীর বিশ্বে বিএনপিকে এগিয়ে নিতেও প্রয়োজন জ্ঞানের বিকাশ। জিয়া স্মৃতি বইমেলা আয়োজকদের উদ্দেশে আইনমন্ত্রী বলেন, এই বইমেলাটি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্য নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক হিসেবে থাকবে। আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান আরও বলেন, বাংলাদেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন তার সবই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের হাত ধরেই এসেছে। ১৯৭১ সালে গোটা জাতি যখন দ্বিধাবিভক্ত ছিল, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে গড়িমসি করেছিল, গোটা বাংলাদেশের মানুষ যখন স্বাধীনতামুখী ছিল তখন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে এ দেশের মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

লংমার্চে বাধা দিলে সরকার জনরোষে পড়বে

তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার সংকট নিরসন, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নসহ ছয় দফা দাবিতে শনিবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী লংমার্চ করবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্যে। এতে বাধা দিলে সরকার জনরোষে পড়বে বলে সতর্ক করেছে জোটটি। শুক্রবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াত কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন জোটের জ্যেষ্ঠ নেতারা। সংবাদ সম্মেলন চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন ১১ দলের সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আযাদ। তাকে সরিয়ে নিয়ে সংবাদ চালিয়ে যান জোট নেতারা। এতে জানানো হয়, রাজধানীর মতিঝিলের

শাপলাচত্বরে সমাবেশের পর শনিবার সকাল আটটায় শুরু হবে লংমার্চ। এতে দেড় হাজার গাড়ি অংশ নেবে। পথে পাঁচটি স্থানে পথসভা হবে। লংমার্চে অংশগ্রহণকারী নয়, ১১ দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এইসব সভায় যোগ দেবেন। রাতে চট্টগ্রামের লালদীঘী ময়দানে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হবে লংমার্চ। জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, সরকারি দল ক্ষমতায় আসার ছয় মাসে জনআস্থা হারাচ্ছে। সরকারি দল বা প্রশাসন লংমার্চে কোনো প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে তাহলে আরও আস্থা হারাবে। জনরোষের মুখোমুখি হবে। আশা করি এরকম অপরিণামদর্শী পথে সরকার ও সরকারি দল কেউ পা বাড়াবে না।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

আন্দোলনের হুমকি না দিয়ে সংসদে গ্যাস-বিদ্যুৎ নিয়ে পরামর্শ দিন

রাজপথে আন্দোলনের হুমকি না দিয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে পার্লামেন্টে বিরোধীদলের পরামর্শ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।শুক্রবার দুপুরে শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ২০২৬ অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের কারণে এসব সমস্যা হচ্ছে। সরকার সমাধানের চেষ্টা করছে।' একই অনুষ্ঠানে সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, 'শুধু অবকাঠামো ও অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

তিস্তায় নিঃস্ব শতাধিক পরিবার, ভাঙনের মুখে আরো ২৫০

গাইবান্ধায় প্রায় সবগুলো নদ-নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। তিস্তায় ভাঙনের কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে সুন্দরগঞ্জের কাপাশিয়া ইউনিয়নের লালচামার এলাকা শতাধিক পরিবার। এ ছাড়া ভাঙনের মুখে রয়েছে আরো ২৫০ পরিবার।শুক্রবার বিকেল ৩টায় গাইবান্ধার পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় তিস্তা নদীর পানি কাউনিয়া পয়েন্টে ৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৫৪ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ফুলছড়ির তিস্তামুখ পয়েন্টে ২১ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ১৩৩ সেন্টিমিটার, ঘাঘট নদীর পানি জেলা শহরের নতুন ব্রিজ পয়েন্টে ১৩ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫ সেন্টিমিটার এবং করতোয়ার পানি গোবিন্দগঞ্জের চকরহিমাপুর স্টেশন পয়েন্টে ১৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৪৯০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সব নদ-নদীতেই পানি বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। গত বুধবার ভোর থেকে হঠাৎ করেই তিস্তা এই এলাকায় তীব্র ছোবল হানে। ওই সময়ই নদীগর্ভে ৮৩টি পরিবারের বসতভিটা হারিয়ে যায়। স্থানীয় ও ভুক্তভোগীরা জানান, ভোরে হঠাৎ করেই ভোরের পাখি বিদ্যালয়ের উত্তরপাশে ভাঙন শুরু হয়। তীব্র এই ভাঙনে প্রথম দফায় ৫০টি এবং সকাল ৮টার মধ্যে অবশিষ্ট বসতবাড়ি ভাঙনের কবলে পড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত আরো ২০টি পরিবারের বাড়িঘর নদীগর্ভে আংশিক বিলীন হয়ে যায়। সব মিলিয়ে শতাধিক বাড়িভিটা পুরো ও আংশিক তিস্তায় বিলীন হয়ে গেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঈফফাত জাহান তুলি বলেন, ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে সহায়তা দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে পাউবো কাজ শুরু করেছে। গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শরিফুল ইসলাম বলেন, জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত জিও ব্যাগ ডাম্পিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় পাকুন্দিয়ার যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আলিফ আহমেদ চন্দন (২৪) নামের কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দেশটির দাম্মাম শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বিকেলে পরিবারের সদস্যরা তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। নিহত আলিফ আহমেদ চন্দন পাকুন্দিয়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মরুরা গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে। তিনি সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে মিনিস্টার বলদিয়া কোম্পানিতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় সাত বছর আগে জীবিকার সন্ধানে সৌদি আরবে পাড়ি জমান আলিফ। সেখানে কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণে সহযোগিতা করছিলেন তিনি। প্রায় এক বছর আগে ছুটিতে দেশে এসে বিয়ে করেন। পরে ছুটি শেষে আবার সৌদি আরবে ফিরে যান। বৃহস্পতিবার কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে মাইক্রোবাসে করে বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন আলিফ। পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর দেশে পৌঁছালে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। আলিফের বাবা আব্দুল হাই বলেন, 'অনেক আশা-ভরসা নিয়ে ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলাম। সে পরিবারের হাল ধরবে—এমন আশা ছিল। শুক্রবার বিকেলে মোবাইল ফোনে তার মৃত্যুর খবর পাই। আমার সন্তানের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সহযোগিতা চাই।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

মাদক ও ডাকাতির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধে যুবক খুন: পুলিশ

চট্টগ্রামের রাউজানে আবদুল করিম নামের এক যুবককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার উরকিরচর ইউনিয়নের কেরানীহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, দুই মোটরসাইকেলে করে পাঁচজন এসে করিমের ওপর হামলা চালায়। নিহত আবদুল করিমকে যুবদল-সমর্থক হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচয় দেওয়া হলেও পুলিশ ও উপজেলা যুবদল বলছে, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

না। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, কেরানীহাট বাজারের সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন করিম। এ সময় দুটি মোটরসাইকেলে পাঁচজন সেখানে আসে। তারা প্রথমে চাপাতি দিয়ে করিমকে কুপিয়ে আহত করে। পরে দুজন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছোড়ে। এরপর মোটরসাইকেলে করে এন্ডারসন সড়ক দিয়ে পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের মগদাই বাজারের দিকে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। এ ঘটনায় শুক্রবার সকালে নিহতের স্ত্রী বিলকিস আক্তার বাদী হয়ে রাউজান থানায় হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

সংখ্যালঘু নয়, নাগরিক পরিচয়েই সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ধর্ম বা অন্য কোনো বিভাজনের ভিত্তিতে নয়, বরং দেশের প্রতিটি মানুষ নাগরিকত্বের ভিত্তিতেই সমান অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে আর ‘সংখ্যালঘু’ হিসেবে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আমাদের সবার প্রধান ও প্রথম পরিচিতি হওয়া উচিত ‘আমরা সবাই বাংলাদেশি’। আজ শুক্রবার রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে ‘কেন্দ্রীয় জন্মাষ্টমী উৎসব ১৪৩৩’ উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় জন্মাষ্টমী মিছিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এ আয়োজন করে।অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমাদের নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ‘সবার আগে বাংলাদেশ’। যদি তাই হয়, তবে আমরা প্রত্যেকে ‘সবার আগে বাংলাদেশি’। আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এর পরে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের মূল নীতিই হলো সবার জন্য বাংলাদেশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অতীতে অনেকে মনে করত, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি নির্দিষ্ট দলের ‘ভোট ব্যাংক’। এটি দিয়ে তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশের সচেতন জনগণ সেই ভুল ধারণা ও কৃত্রিম মিথ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ছয় মাসে দেশের সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আচার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, জনগণই বিচারক। তারা ইতোমধ্যে রায় দিয়েছেন এবং আগামীতেও গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় রাখতে এবং সব ধরনের অসুর শক্তি ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালকে দালালমুক্ত করা হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালকে দালালমুক্ত করা হবে। শুক্রবার সিলেটে এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল ও শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিলেটে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের ড্রেনেজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় সমস্যা সাত দিনের মধ্যে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে একটি চক্র রোগীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এই দালাল চক্রকে ধরার জন্য ডিজিএফআই, র‍্যাবসহ সব আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী একযোগে কাজ করছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে বহু হাসপাতালে তারা অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসব অভিযানের ফলে পূর্বের চেয়ে দালাল চক্রের উৎপাত কমেছে। অবৈধ ক্লিনিক ও ভুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান প্রসঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনদের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরিমানা করার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিনিক সিলগালা করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

চট্টগ্রামে বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে নতুন মডেলে কাজ শুরু: অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘চট্টগ্রাম মহানগরীতে বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসন ও জনদুর্ভোগ লাঘবে নতুন মডেলে কাজ শুরু হয়েছে। পতেঙ্গার দু’টি ওয়ার্ডে পাইলট প্রকল্প হিসেবে তার যাত্রা শুরু হলো। এর মাধ্যমে পানি সংকট কেটে যাবে।’ শুক্রবার সকালে নগরীর হোটেল রেডিসন ব্লু’র একটি হলরুমে শহরের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানি-সরবরাহ সেবার মান বাড়াতে একটি নতুন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। চুক্তির আওতায় ম্যাক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং ম্যাক্স সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে চট্টগ্রাম ওয়াসা। প্রতিষ্ঠান তিনটি একটি তিন বছর মেয়াদি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন ইয়ান ভ্যান ডার লিন্ডেনের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনগণের পক্ষে ইসরাফিল খসরু ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. এটিএম তারিকুল ইসলাম এবং ম্যাক্স সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়ামিন ফারুক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই

করেন। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের পানি ও জলবায়ু বিষয়ক প্রথম সচিব ইজে ক্রুজেন সমঝোতা স্মারকের সাক্ষী ছিলেন। নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এই উদ্যোগে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকারঃ শিক্ষামন্ত্রী

বই পড়া কর্মসূচি অনুষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশাল জনশক্তিকে কর্মক্ষম করতে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকার।' পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যা লিখেছে, সে মোতাবেক এসএসসির ফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষায় এবার ফল বাড়িয়ে ভালো দেখানো হয়নি। শুক্রবার বিকেলে হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত বই পড়া কর্মসূচি অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম নিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধে স্কুল ড্রেস প্রদান, মিড ডে মিল, উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'মাদকাসক্ত ও মোবাইল থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ব সাহিত্য ও বিকাশ যে হাত বাড়িয়ে এমন কর্মসূচি আরও দরকার।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের বিষয়ে ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে পারা একটা ইবাদত। কারণ এখান থেকেই জাতিগঠনের কাজ করা যায়। ঠিক মতো করতে পারলে এটাই সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।' অনুষ্ঠানে তিনি তরুণ প্রজন্মের বই পড়া নিয়ে বলেন, 'বর্তমান প্রজন্মকে বই পড়ার অভ্যাসে ফিরিয়ে আনা হবে।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

দুবাইয়ের সম্পদ নিয়ে ৭৩ বাংলাদেশির তথ্য চাচ্ছে দুদক

দুবাইয়ে অর্থপাচারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক পদ্মা ব্যাংকের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ ৭৩ বাংলাদেশির বিষয়ে অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। এ বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের কাছে তথ্য ও নথি চাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংস্থাটি। জানা জানায়, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের আওতায় ইউএই সরকারের কাছে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে দুর্নীতি ও আর্থিক অপরাধের তদন্তে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ও নথি আদান-প্রদান করা হয়। তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন দুবাইয়ের অভিজাত এলাকা দুবাই মেরিনা ও পাম জুমেইরাহতে ফ্ল্যাট ও বাড়ি কিনেছেন বলে তথ্য পেয়েছে দুদক। তাদের কেউ কেউ সংযুক্ত আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসাও নিয়েছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। দুদকের উপপরিচালক আখতারুল ইসলাম বলেন, দুবাইয়ে অর্থপাচারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অভিযোগের বিষয়ে তথ্য চেয়ে তদন্তকারী দল সম্প্রতি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাছে চিঠি দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দুদক ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ৭৩ ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করেছে। এসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে তাদের অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। দুদকের উপপরিচালক আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে এবং সহকারী পরিচালক আশিকুর রহমানের সদস্য হিসেবে একটি বিশেষ দল তদন্তটি পরিচালনা করছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

আমরা মিডিয়া কন্ট্রোল করছি না, করবোও নাঃ তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, আমরা মিডিয়া কন্ট্রোল করছি না, করবোও না। তবে হলুদ সাংবাদিকতা ও অপসাংবাদিকতা রোধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে নেত্রকোণার কেন্দুয়া উপজেলায় রফিক হিলালী ইংলিশ এক্সিলেন্স প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টশন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন। ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, 'সাংবাদিকতার মান বজায় রাখা এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রাখা হয়েছে। পাশাপাশি প্রেস কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে, যাতে সাংবাদিকতার পেশাদারত্ব ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকে।' গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার একটি মানবিক সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। গণমাধ্যমকে কীভাবে আরও স্বাধীন করা যায়। সে বিষয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। সাংবাদিকরা কোনো ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে নির্বিঘ্নে কাজ করবেন।' তবে সাংবাদিকতার অপব্যবহার নিয়ে সতর্ক করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাকস্বাধীনতার নামে কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা কারো সামাজিক জীবনকে হুমকির মুখে ফেলার মতো সংবাদ পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকা উচিত।' আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকার বিচার বিভাগের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চায় না। বিগত সরকারের আমলে বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করে রাখার অভিযোগ তুলে তিনি আশ্বাস দেন, বর্তমান সরকার বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

দেশজুড়ে মন্দির, পূজামণ্ডপ, অনুষ্ঠানস্থলসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা জোরদার

র‍্যাব জানিয়েছে, দেশজুড়ে মন্দির, পূজামণ্ডপ, অনুষ্ঠানস্থল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে নিয়মিত টহল জোরদার করার পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি ব্যাটালিয়ন সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি পর্যালোচনা ও উৎসবের জন্য এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা করেছে। এ ছাড়া, আগাম তথ্য সংগ্রহ এবং যেকোনো সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত করতে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে যোগদানকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা, পুরোহিত এবং বিদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার চারপাশেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শোভাযাত্রার সামনে, পিছনে এবং উভয় পাশে পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাব সদস্য মোতায়েন করা হবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার জন্য সংরক্ষিত বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়ে যেকোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ সম্পর্কে অবিলম্বে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করতে র‍্যাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমন গুজব, ভুল তথ্য, উস্কানিমূলক পোস্ট, মন্তব্য, ছবি এবং অন্যান্য অনলাইন বিষয়বস্তু শনাক্ত ও তার বিস্তার রোধ করতে র‍্যাবের সাইবার নজরদারি কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

কলকাতাগামী বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে কলকাতাগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশ ছাড়ার আগেই হোটেল বুকিং নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপহাইকমিশন। একই সঙ্গে হোটেলের নিরাপত্তা, অবস্থান ও কক্ষের প্রাপ্যতা যাচাই করে ভ্রমণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন। গত ১৯ আগস্ট কলকাতার একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর স্থানীয় প্রশাসনের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা ভ্রমণকারী নাগরিকদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে আগেই সংশ্লিষ্ট হোটেলের বুকিং নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি হোটেলটির বর্তমান কার্যক্রম, কক্ষের প্রাপ্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জেনে ভ্রমণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়া রোগীদের সঙ্গে থাকা স্বজন বা অ্যাটেনডেন্টদের ক্ষেত্রেও আগেই হোটেল বুকিং নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বুকিংয়ের বৈধতা, কক্ষের প্রাপ্যতা, হোটেল থেকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের দূরত্ব এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে রওনা হওয়ার আগেই নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে। উপহাইকমিশন জানিয়েছে, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পর ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কলকাতার স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনাপ্রবণ কয়েকটি আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। স্থানীয় নিরাপত্তাবিধি ও অন্যান্য নিয়মকানুন মেনে এসব প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে বলে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৪.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

NEPAL URGE HIGH ALERT AS CHAULANI RIVER BLOCKED BY LANDSLIDE

In Nepal's west, several hundred kilometres from the Trishuli valley disaster site, officials are warning that the Chaulani river in Bhattar is partially blocked due to a landslide. The District Administration Office, Darchula, States there is a possibility that the river could be completely blocked, as landslides from above are still continuing. The office has issued a public notice urging citizens and concerned bodies living in the coastal areas of the Chaulani River to adopt high alert. Chief District Officer Vataraj Poudel says a sudden increase in water flow could pose a risk if the river is completely blocked, and then gives way. The administration is urging residents of river settlements to remain aware of conditions and landslide activity, and to immediately move to a safer location if they see any risk.
(BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

RESCUE EFFORTS CONTINUE AFTER TWO RESCUED FROM TUNNEL

Two people have been rescued from a hydropower tunnel in the Trishuli valley nine days after being trapped inside following flash flooding along the Nepal-Tibet border. The body of a third person has also been retrieved as rescue efforts continue. An expert tells the BBC that this tunnel, in the Trishuli 3A hydropower sites, could contain a "Goldilocks zone" with the right conditions for survival. Rescuers have been pumping oxygen into the space and managed to tell those still trapped that they are working to reach them. Nepal's disaster agency said on Friday that 1,287 bodies have been recovered across the country so far - while an estimated 5,083 remain missing. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

NEPAL SAYS NEED BILLIONS IN FUNDING TO REBUILD AFTER FLASH FLOODS

Nepal is one of the most vulnerable countries to the climate crisis, even though it is one of the lowest emitters of global greenhouse emissions. In response deadly flash floods on the Nepal-Tibet border - which scientists are still studying the exact cause of - at least 1,200 people have died and thousands more are missing. BBC South Asia correspondent Azadeh

Moshiri is in Nepal where authorities are trying to begin rebuilding amid the debris and rubble covering villages and raids. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

CHINESE AUTHORITIES RESCUE 155 MORE NEPALIS STRANDED IN TIBET

Chinese authorities have rescued 155 more Nepalis stranded in Tibet following the flash flooding and returned them to Nepal. Sindhupalchowk Chief District Officer Shashidhar Ghimire tells our colleagues at BBC Nepali that they entered Nepal through the Tatopani border crossing at around 14:00 on Friday local time. According to him, the rescued include 145 from Rasuwa, nine from Kathmandu, and one from Dhading - with Nepal authorities now making arrangements to deliver returned citizens to their homes.bit follows the earlier return of 144 Nepalis, including a minor, on Thursday. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

UK SUPPORT FALKLAND ISLANDS 'UNWAVERING' ARGENTINA RESTATES CLAIMS

The UK's position on the Falkland Islands is "unwavering", Downing Street has said after Argentina's president said the islands were "historically and legally" Argentinian. Andy Burnham "fully supports the wishes of the islanders to remain a British overseas territory", a Downing Street spokesperson said. Javier Milei said the "winds of change" favoured his country's claim to the islands and pledged sanctions on firms planning to exploit oil close to the islands. A British and Israeli partnership due to begin exploration work on the Sea Lion oilfield said it didn't expect recent developments to affect its work in the region. More than 40 years after the war over the territory, sovereignty of the archipelago in the south-west Atlantic Ocean remains hotly disputed between Britain and Argentina.
(BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

US DIESEL PRICES HIT AN ALL-TIME-HIGH

Drivers in the US are paying more than even for diesel at the pump as the US-Israel war with Iran continues to hit Americans wallets. In the US, diesel is mostly used by commercial vehicles, such as trucks, trains, boats, buses, farming vehicles and construction vehicles. The average price for one gallon of diesel in the US has hit $5.85, compared to an average of $3.71 a year ago and above the previous high following Russia's full-scale invasion of Ukraine, according to the American Automobile Association (AAA). Fuel prices have soared since the Iran conflict began at the end of February, reflecting the surge in wholesale oil prices. In response to rising fuel costs, US President Donald Trump recently pledged to "substantially lower Gas Prices for all Americans" through an oil deal with Venezuela. In January, the former leader of Venezuela, Nicolas Maduro, was seized by US special forces following a raid authorized by President Trump. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

TRANSPLANTED PIG KIDNEY WORKS IN US MAN'S BODY FOR RECORD 271 DAYS

A kidney transplanted from a pig has worked inside a patient for 271 days - the longest on record, say US doctors. Tim Andrews said the transplant gave him "hope" and spared him months of needing to go to hospital to have his blood filtered by a dialysis machine. The team at Mass General Brigham hospital say their work shows pig organs can be used as a "bridge" until a human transplant becomes available. But the pig organ eventually failed and was removed so Andrews needed a short bout of dialysis before a donor was found. Doctor and scientists are exploring xenotransplantation - using organs from other species - due to shortages of organs for transplants. In the US, around 1,00,000 people are waiting for a kidney while only 25,000 transplants occur each year. More than 7,000 people in the UK are on the kidney transplant list. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

AROUND 2,000 FALL ILL IN INDONESIA AFTER EATING FREE SCHOOL MEALS

Around 2,000 students and teachers across Indonesia have fallen ill with food poisoning over the past three days linked to the government's free school meals programme.nin the latest case, 777 people became unwell after consume the food at a high school in Rembang, Central Java, the institution's headteacher said. The meals were provided through a multibillion-dollar scheme that is one of President Prabowo Subianto's signature policies, aiming to improve nutrition for Indonesia's schoolchildren. But, as well as being the suspected source of a string of mass food poisonings, the programme has to dogged by allegations of corruption and criticism of its cost. (BBC News Web Page: 04/09/26, FARUK)

::THE END::